CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-101 ■ 10 January, 2026 ■ আগরতলা ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৫ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রীর মন্তব্য খারিজ

দুই পরিপূরক অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য চুক্তিতে আগ্রহী ভারত ঃ বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ।। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যমন্ত্রী লুটনিকের মন্তব্যকে শুক্রবার স্পষ্টভাবে খারিজ করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। তিনি দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন না করায় ভারত—যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য আলোচনার অগ্রগতি থমকে গেছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়সওয়াল বলেন, আলোচনার বিষয়ে যেভাবে মন্তব্য করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। দুই পরিপূরক অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য চুক্তিতে ভারত এখনো আগ্রহী এবং তা সম্পন্ন করার অপেক্ষায় রয়েছে।

বৃহস্পতিবার লুটনিক দাবি করেছিলেন যে ট্রাম্প ফোন না পাওয়ায় আলোচনার গতি থেমে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বাদ দিয়ে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে অন্য চুক্তিতে এগিয়ে যায়।

জয়সওয়াল জানান, মন্তব্যগুলি আমরা দেখেছি। গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকেই ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তারপর থেকে একাধিক দফায় আলোচনা হয়েছে, যেখানে বহুবার দুই দেশই একটি সুষম ও লাভজনক চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মোট আটবার টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। লুটনিকের অভিযোগ, তিনি নাকি প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টকে ফোন করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ভারত তা করতে "অসুবিধায়" ছিল, তাই মোদি ফোন করেননি। তিনি আরও বলেন, আমরা ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনামের সঙ্গে চুক্তি করেছি এবং ধারাবাহিকভাবে ঘোষণা করেছি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ভারতীয় চুক্তি এগুলোর আগেই সম্পন্ন হবে। এখন সেই চুক্তিগুলোর হার বেশি হয়ে গেছে। পরে ভারত জানায় তারা প্রস্তুত। আমি বলি, 'কিসের জন্য প্রস্তুত?

কেন্দ্রের সরকার কৃষক-শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক ও কৃষকদের পুঁজিপতিদের ক্রীতদাসে পরিণত করছে বলে তীব্র অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর মতে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষকদের জীবন আজ চরম সংকটের মুখে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

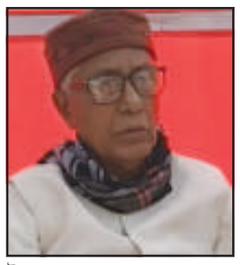

সারা ভারত কৃষক সভার তৃতীয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্মেলন উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকায় এক পথসভায় এসব কথা বলেন মানিক সরকার। সভায় উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মানিক সরকার তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করে কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কৃষকদের সময়মতো বীজ ও সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানো জরুরি। কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে তাঁদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারেন, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে স্ব-সহায়ক দল কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। স্ব-সহায়ক দলগুলি গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। আজ ধনপুরের কাঠালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পিঠে-পুলি উৎসবে এই কথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি আরো বলেন, গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব এখন আমাদের খাদ্যাভ্যাসকেও স্পর্শ করেছে। এই মরশুমে আমাদের মা পিঠে, মুয়া, নাড়ু, মুড়ির মুয়া ও চিড়ার মুয়াবানাতেন , যা খুবই স্বাস্থ্যকর। কিন্তু এখন আমরা এগুলোকে উপেক্ষা করে স্ট্রিট ফুড খাচ্ছি। স্ট্রিট ফুড কি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? এর ফলে পেটসংক্রান্ত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আমরা সুস্থ থাকতে পারি। আমি অন্য খাবারের বিরুদ্ধে কোনো কথা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্বদেশী মেলার উদ্বোধন

স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ার শক্তিশালী প্রতীক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। স্বদেশী মেলা শুধুমাত্র একটি নিছক বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক আয়োজন নয় বরং এটি আত্মনির্ভরতা, দেশীয় উৎপাদক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের এক শক্তিশালী প্রতীক। আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে স্বদেশী মেলা ২০২৬ এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "ভোকাল ফর লোকাল" এবং আত্মনির্ভর ভারতের আহ্বানকে বাস্তব রূপ দিতে রাজ্য সরকার নিরন্তর কাজ করে চলছে। আত্মনির্ভর ভারত কেবল একটি বাক্য নয়, এটি একটি জন আন্দোলন- যেখানে প্রতিটি নাগরিক দেশীয় পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অংশীদার হতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন ভারত আজ অনেক কিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেসব জিনিস আমাদের দেশে রয়েছে এবং আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারছি সেইসব জিনিস ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এর মাধ্যমেই দেশ ২০৪৭-এর বিকশিত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। ট্রেনের ধাক্কায় এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে এক দুর্ঘটনার শিকার হন ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে বীরচন্দ্র মনুর অন্তর্গত দুর্গারাই পাড়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম দীপ কুমার রিয়াং(১৬)। তার পরিবারের একজন সদস্য জানিয়েছেন যে, দীপ প্রতিদিনের মতোই আজ সকালেও প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছিলেন। বাড়ির পাশে নিজস্ব রাবার বাগান থেকে এসে রেললাইনের ধারে হাঁটাচলা করার সময় হঠাৎ ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ডিজিপি'র তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ডিজিপি যে তথ্য দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভুল তথ্য না ছড়ানোর আবেদন করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিনি।

সংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, গতকাল ডিজিপি রাজ্যের অপরাধ সহ দুর্ঘটনা ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। রাজ্যে দিনদুপুরে হামলা সংঘটিত হচ্ছে, পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হচ্ছে, মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্কলারশিপ বঞ্চিত জনজাতি পড়ুয়ারা দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বিগত বছরের মতো চলতি বছরেও বহু জনজাতি পড়ুয়া এখনো স্কলারশিপের অর্থ না পাওয়ায় চরম অসন্তোষে ফুঁসছেন। ইতিপূর্বে একাধিকবার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে গিয়ে পড়ুয়ারা দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার কোনো সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ।

এরই প্রতিবাদে শুক্রবার স্কলারশিপ বঞ্চিত পড়ুয়ারা জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে জড়ো হন। পড়ুয়ারা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এতে পরিস্থিতি

দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ভিতরে বিক্ষোভ শুরু করেন।

এর পর দপ্তরের আরেক আধিকারিক পড়ুয়াদের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। একসময় ওই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 10-01-2026, 00:46

জাগরণ আগরতলা, ১০ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২৫ পৌষ,শনিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইউনুসের প্রশাসনকে কড়া বার্তা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর বেলাগাম হিংসার ঘটনায় মহম্মদ ইউনুসের প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিল ভারত। গত একমাসে অন্তত ৫ জন হিন্দুকে হত্যার পাশাপাশি ভাঙা হইয়াছে অসংখ্য মন্দির। বাংলাদেশে বাড়িতে থাকা মৌলবাদে লাগাম টানার কড়া নির্দেশ দিল ভারত। দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ইউনুস সরকারকে।সংখ্যালঘুদের উপর বাড়িতে থাকা হিংসার ঘটনায় বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়ওসয়াল। তিনি বলেন, “আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর উগ্রপন্থীদের হামলার উদ্বেগজনক প্রবণতা বারবার লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহাদের বাড়িঘর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালানো হইতেছে। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা রুখিতে দ্রুত এবং দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক বিরোধ হিসাবে দেখাইয়া এইসব ঘটনা উড়াইয়া দেওয়ার প্রবণতা অপরাধীদের সাহস যোগায় এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়াইয়া তোলে।গত একমাসে দফায় দফায় সংখ্যালঘু হিন্দু হত্যার ঘটনা ঘটিয়াছে বাংলাদেশে। গত ১৮ ডিসেম্বর মৌলবাদীরা হিন্দু যুবক দীপু দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। গণপিটুনি দেওয়ার পর গাছে ঝুলাইয়ায়ে পুড়াইয়া মারা হয় দীপুকে। এই ঘটনায় শুরুতে কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি বাংলাদেশ পুলিশের তরফে। পড়ে আন্তর্জাতিক চাপের মখে গ্রেপ্তার করা হয় ১২ জনকে। এরপর ২৪ ডিসেম্বর অমৃত মণ্ডল নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর দোকান বন্ধ করিয়া ফেরিবার সময় খোকন চন্দ্র দাস নামে ৫০ বছরের এক ব্যক্তির উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁহার। বাংলাদেশে পরপর এই ধরনের ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিল বিদেশমন্ত্রক।বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হত্যার ঘটনায় ভারত সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকাকে দেওয়া বার্তায় এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হইয়াছে।

ভারতের প্রধান উদ্বেগের জায়গাগুলো সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড। গত এক মাসে বাংলাদেশে পাঁচজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিহত হওয়ার খবর সামনে আসিয়াছে, যাহা ভারতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে হামলার ঘটনায় ভারত সরকার তাদের নাগরিকদের এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার দাবি জানাইয়াছে।ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল স্পষ্ট করিয়াছেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো দাবি করিয়াছে যে, এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা হইতেছে। তবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আশ্বস্ত করা হইয়াছে যে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাহারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।ভারতের অবস্থান ভারত বরাবরই 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতিতে বিশ্বাসী, তবে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারকে তাহারা একটি মানবিক এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার বিষয় হিসেবে দেখিতেছে। অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হইবে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হইবে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জানাইয়াছে, তাহারা এই বিষয়গুলো নিয়া কাজ করিতেছে এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে সাম্প্রদায়িক রূপ না দেওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছে।

মহাবিশ্ব

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। কয়েক হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের তথ্য সংগ্রহ করছেন। শুরুতে খালি চোখে, পরে আধুনিক টেলিস্কোপের সাহায্যে। কোটি কোটি তথ্যবিন্দু বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের জটিল নিয়ম বুঝতে চেষ্টা করে চলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। মহাবিশ্বের প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের সূত্রে বেঁধে ফেলার অনেক চেষ্টা হয়েছে। মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্পর্কে আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলেছিলেন। ১৯৩০ সালে লন্ডনের একটি অনুষ্ঠানে আলবার্ট আইনস্টাইনকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'টলেমি একটি বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা ১ হাজার ৪০০ বছর টিকে ছিল। এরপর নিউটন একটি বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব তৈরি করেছিলেন, যা টিকে ছিল ৩০০ বছর। এরপর এলেন আইনস্টাইন। আমরা এখনো জানি না আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক মহাবিশ্ব কত বছর টিকে থাকবে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব থেকে আমরা যে মহাবিশ্বের ধারণা পেয়েছি, তা এখনো সঠিকভাবে টিকে আছে। অভিকর্ষ বলের স্থান- কালের নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মহাবিশ্বে ছড়ানো বিপুল পরিমাণ অদৃশ্য বস্তু বা ডার্ক ম্যাটার এবং অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি।'

শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বের সমন্বয়ে মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করার সর্বাধুনিক মডেল হলো ল্যামডা কোল্ড ডার্ক ম্যাটার মডেল বা ল্যামডা- সিডিএম মডেল। মহাবিশ্বের তিনটি প্রধান উপাদান হলো গুপ্ত শক্তি (ডার্ক এনার্জি), গুপ্তবস্তু (ডার্ক ম্যাটার) এবং সাধারণ পদার্থ ও শক্তি। এই তিন ধরনের উপাদানকে ল্যামডা-সিডিএম মডেলে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই এ মডেলকে মহাবিশ্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলা হয়। ল্যামডা হলো মহাজাগতিক ধ্রুবক (কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট), যা ডার্ক এনার্জির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মহাবিশ্বের গতিপ্রকৃতি সার্থক ও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এ মডেলের সাহায্যে। কিন্তু এরপরও ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি যেহেতু সরাসরি শনাক্ত করা যাচ্ছে না এখনো, মহাবিশ্বের অনেক রহস্য এখনো অধরাই রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত উন্নতির পরও দেখা যাচ্ছে, মহাবিশ্বের জটিল রহস্যের জট খুব সামান্যই খুলতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু মহাবিশ্বের কাজকর্মের চেয়েও জটিল একটি অঙ্গ নিয়ে আমাদের জীবন। সেটা হলো আমাদের মস্তিষ্ক। আমাদের মস্তিষ্কে প্রায় ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নিউরন আছে। এই ১০ হাজার কোটি নিউরনের প্রায় ১ কোটি (১০০ ট্রিলিয়ন) জটিল স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে চলে আমাদের মস্তিষ্কের সব কাজকর্ম। আমাদের মস্তিষ্ককে সুপারকম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের মরফোলজি বা গঠনবিজ্ঞান আর মহাবিশ্বের গঠনবিজ্ঞানের মধ্যে যে আশ্চর্য মিল আছে, তার সুনির্দিষ্ট তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পাওয়া গেছে অতিসম্প্রতি। ইতালির বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কো ভাজ্জা এবং ভেরোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব নিউরোসার্জারির স্নায়ুবিজ্ঞানী আলবার্তো ফেলেত্তি মহাবিশ্বের কসমিক নেটওয়ার্ক বা মহাজাগতিক জাল এবং মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক বা নিউরনের জালের গঠনবিজ্ঞানের মধ্যে চমকপ্রদ মিল খুঁজে পেয়েছেন। ২০২০ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি ফ্রন্টিয়ার্স ইন ফিজিকস জার্নালে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের মস্তিষ্ককে থ্রি পাউন্ড ইউনিভার্স বা দেড় কেজি ভরের মহাবিশ্ব বলা হয়। এই তুলনা যে কেবল বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে তুলনা নয়, তা প্রমাণ করার জন্য অধ্যাপক ভাজ্জা ও অধ্যাপক ফেলেত্তি নিউরাল নেটওয়ার্ক ও কসমিক নেটওয়ার্কের বিস্তারিত গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অনেক মৌলিক সূত্রের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে, তা আমরা জানি। যেমন নিউটনের মহাকর্ষ বলের সূত্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ---চুম্বক বলের কুলম্বের সূত্রের মিল আছে। উভয় বলই দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতিক। কিন্তু তাদের প্রকৃতি অনেকটাই ভিন্ন। যেমন মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের সব জায়গায় সব ধরনের পদার্থের ওপর কাজ করে। কিন্তু বিদ্যুৎ—চুম্বক বল কাজ করে শুধু চার্জযুক্ত কণার মধ্যে। তেমনি মস্তিষ্কের নিউরনের নেটওয়ার্ক এবং মহাবিশ্বের কসমিক নেটওয়ার্কের কার্যপদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাদের গাণিতিক গঠনবিজ্ঞানে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের মোট ভরের ৮০ শতাংশ হলো গ্রে ম্যাটার। এই গ্রে ম্যাটারে আছে প্রায় ৬০০ কোটি নিউরন এবং ৯০০ কোটি অন্যান্য কোষ। মস্তিষ্কের সেরিবিলামে আছে প্রায় ৭ হাজার কোটি নিউরন এবং প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি অন্যান্য কোষ। মানুষের মস্তিষ্কের মোট নিউরনের সংখ্যা মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির সংখ্যার প্রায় সমান। নিউরনগুলো মস্তিষ্কে জোটবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে স্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে তৈরি করে জটিল নিউরাল নেটওয়ার্ক। একইভাবে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ এবং অন্যান্য জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় কসমিক নেটওয়ার্ক। যদিও কসমিক নেটওয়ার্ক নিউরাল নেটওয়ার্কের তুলনায় বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন (১০২৭) বা ১০ লাখ কোটি কোটি কোটি গুণ বড়। নিউরাল নেটওয়ার্ক ও কসমিক নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে আশ্চর্য দৃশ্যমান সাদৃশ্য। পাশে দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি মহাবিশ্বের একটি বাস্তব নমুনা। ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের ভেতর কসমিক নেটওয়ার্কের যতটুকু দেখা যায়, তা দেখা যাচ্ছে এই ছবিতে। ডান পাশের ছবিটি হলো মস্তিষ্কের সেরিবিলামের ৪ মাইক্রোমিটার পুরু একটি স্লাইসের আণুবীক্ষণিক চিত্র। দৃশ্যত, একই আকারের দুটি চিত্রের পাওয়ার স্পেকট্রাম অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে, এই দুটি নেটওয়ার্কের গঠনবিজ্ঞান প্রায় কাছাকাছি। কসমিক নেটওয়ার্কে পাওয়া গেছে ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার ৭০০ নোড বা সংযোগস্থল। প্রতিটি সংযোগস্থলে গড়ে ৩ দশমিক ৮ থেকে ৪ দশমিক ১টি সংযোগ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে নিউরাল নেটওয়ার্কে ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার নোড পাওয়া গেছে। প্রতিটি নোডে আছে ৪ দশমিক ৬ থেকে ৫ দশমিক ৪ স্নায়বিক সংযোগ।

মস্তিষ্কের উপাদানের ৭৭-৭৮ শতাংশ পানি, ১০-১২ শতাংশ লিপিড, ৮ শতাংশ প্রোটিন, ১ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, ২ শতাংশ অন্যান্য জৈব যৌগ, লবণ ১ শতাংশ। পানি স্নায়বিক সংযোগে কোনো ভূমিকা রাখে না। দেখা যাচ্ছে, মস্তিষ্কের মোট ভরের ৭৭ থেকে ৭৮ শতাংশ কোনো ধরনের স্নায়বিক সংযোগে অংশ নেয় না। এদিকে মহাবিশ্বের মোট শক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশ অদৃশ্য শক্তি বা ডার্ক এনার্জি। কসমিক নেটওয়ার্কে এই অদৃশ্য শক্তির সরাসরি কোনো ভূমিকা আমরা এখনো দেখতে পাই না। দেখা যাচ্ছে, নিউরাল ও কসমিক উভয় নেটওয়ার্কেই প্রায় ৭৫ শতাংশ উপাদানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই।

কসমিক নেটওয়ার্কের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, তা সঠিকভাবে খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয় বলেই বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না ঠিক কীভাবে কী হয়েছে। কারণ, কম্পিউটারে মহাবিশ্বের একটি সার্থক মডেল তৈরি করতে ১ থেকে ১০ পেটাবাইট (১ পেটাবাইট গু ১০২৪ টেরাবাইট) ডেটা দরকার। আর এত বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য দরকার সুপারকম্পিউটার। আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে কি এর তুলনা চলে?

আমাদের মস্তিষ্কের সব নিউরনকে কাজে লাগালে আমরা ২ দশমিক ৫ পেটাবাইট ডেটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে পারব। আমরা আমাদের মস্তিষ্ককে যত বেশি খাটাব, মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক তত বেশি শক্তিশালী হবে, তত বেশি জটিল সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব। পুরো মহাবিশ্বের নেটওয়ার্কে যত তথ্য আছে, তার সব তথ্য ধরে রাখার মতো ক্ষমতা আমাদের মস্তিষ্কের নিউরনে আছে। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য দরকার নিয়মিত মাথা খাটানো। অর্থাৎ মগজের চর্চা। যে যত বেশি চর্চা করবে, তার নিউরাল নেটওয়ার্ক হবে ততই কার্যকর।

নিকোলা টেসলা: আধুনিক যুগের প্রমিথিউস

গোলাম মোর্শেদ খান

নিকোলা টেসলা ছিলেন অন্তর্মুখী মানুষ। তিনি এ বিশ্বে আধুনিক যুগ তৈরি করে গেছেন, কিন্তু নিজে কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। তাঁর আবিষ্কারগুলো কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করে গেছে এবং শত শত মিলিয়নিয়ার তৈরি করে গেছে। অথচ তিনি নিজে মারা গেছেন একাকী কপর্দকহীন অবস্থায়, সবার অগোচরে একটি সাধারণ হোটেলের নির্জন কক্ষে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে তাঁর খ্যাতি উল্কার মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি উদ্ভাবক, প্রকৌশলী ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুধীসমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন। মানুষ যখন বিদ্যুৎকে একটি রহস্য মনে করে ভয় পেত, তখন তিনি বিদ্যুৎকে হাতের তালুর মতো নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন সহজলভ্য বিদ্যুৎশক্তির যুগ, যাঁর উদ্ভাবিত এসি জেনারেটর ও মোটরের শক্তি দিয়ে শুরু হয় ব্যাপক শিল্পোৎপাদন। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছে রোবট ও অটোমেশনের যুগ, যা মানুষের কায়িক শ্রম হ্রাস করে যন্ত্রকে মানুষের দাসে পরিণত করেছে। মার্কনির বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কারের কয়েক বছর আগেই তিনি পৃথিবীকে একই প্রযুক্তি উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাদের দিয়েছেন নিয়ন ও অন্যান্য গ্যাসের টিউবলাইট, ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব, হাই ফ্রিকোয়েন্সি বিদ্যুৎ। ফলে সম্ভব হয়েছে শিল্প ও চিকিৎসাজগতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের ব্যবহার। সময়ের অনেক আগেই জন্ম নেওয়া সুপারম্যান নিকোলা টেসলা, যাঁর সব আবিষ্কার ধারণ করতে কিংবা সঠিক মূল্যায়ন করতে তখনকার পৃথিবী তৈরি ছিল না।

২

টেসলা জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই। তৎকালীন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে, স্মিলিয়ানে। বর্তমান ক্রোয়েশিয়ার স্মিলিয়ান শহরে। অবশ্য টেসলার কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়ে কেউ কেউ বলতেন, টেসলা হচ্ছেন এলিয়েন শিশুমানে পৃথিবী নয় ভিন্ন কোন গ্রহের মানুষ। তাঁকে এলিয়েনরা ক্রোয়েশিয়ায় একটি পাহাড়ি গ্রামে ফেলে রেখে গিয়েছিল বলে এসব মানুষদের ধারণা। যাইহোক, নিকোলার বাবা মিলুতিন টেসলা ছিলেন পাদরি। মা ডুকা মানদিস ছিলেন গৃহিণী। তবে নানা ধরনের গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি তৈরিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে টেসলা ছিলেন চতুর্থ। টেসলা জন্মস্থান স্মিলিয়ানে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তিনি জার্মান ও স্লাভিক ভাষা, গণিত, ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করেন। স্কুলে পড়ার সময় বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন বিজ্ঞান শিক্ষকের অনুপ্রেরণায়। পরে কার্লোভাক শহরে হাইস্কুলে ভর্তি হন টেসলা। স্কুলেই গণিতে তাঁর প্রতিভার ঝলক দেখা যায়। মুখে-মুখেই তিনি ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস করতে পারতেন। অবশ্য তাঁর শিক্ষকেরা এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, টেসলা বোধ হয় ছলচাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছেন।

টেসলার বাবা চেয়েছিলেন, ছেলে তাঁরই মতো পাদরি হোক। কিন্তু টেসলা চেয়েছিলেন প্রকৌশলী হতে। এ লক্ষ্যেই শহরে অস্ট্রিয়ান পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে প্রথম বছরের পরই খুব ভালো ফল করেন। পলিটেকনিক স্কুলেই টেসলা বিরামহীন কাজের অভ্যাস গড়ে তোলেন। ভোর তিনটা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তিনি ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতেন। এমনকি তা রোববার ও অন্যান্য ছুটিছাটার দিনেও।

কিন্তু সময়মতো পরীক্ষা দিতে পারায় গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে ব্যর্থ হন টেসলা। এ সময় নিজের শহর ছেড়ে তিনি অন্য শহরে আসেন। একটা কাজও জুটিয়ে নেন। কাজের শেষে অবসর সময়টা তাস খেলে কাটাতেন রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে। এ সময় তাঁর একবার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। বাবা চেয়েছিলেন তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু টেসলা রাজি হননি। কিছুদিনের মধ্যে নিকোলার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

এরপর আবার পড়াশোনায় মনযোগী হন টেসলা। ভর্তি হন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় দর্শন। কিন্তু এবারও পড়াশোনায় মন বসাতে ব্যর্থ হন। দেশ ছেড়ে চলে যান হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে। সেখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রধান ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ শুরু করেন। সে সময় টেসলা তাঁর প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি মেরামতির পাশাপাশি সেগুলোকে আরও উন্নত করে তোলেন। এরপর তাঁর ঠিকানা ফ্রান্সে। রাজধানী প্যারিসের কন্টিনেন্টাল এডিসন কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। সেখানেই হাতে---কলমে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ পান বিদ্যুৎ আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ প্রকৌশল ও ব্যবহারিক কাজে টেসলার জ্ঞান দেখে অবাক হয় এবং তাঁকে তাদের কোম্পানির ডায়নামো ও মোটরের ডিজাইন উন্নতকরণের কাজ করার সুযোগ দেন। জার্মানি ও ফ্রান্সে এডিসন কোম্পানির অন্যান্য প্ল্যান্টের নানা টেকনিক্যাল সমস্যা দূর করতে তাঁকে পাঠানো হয় এবং তিনি সেগুলো সম্পাদন করেন। প্যারিসে এডিসন কোম্পানির সাবেক কর্মকর্তা চার্লস ব্যাচেলরের একটি চিঠি নিয়ে ১৮৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। এরপর নিউইয়র্কে কোম্পানির হেড অফিসে এসে স্বয়ং টমাস আলভা এডিসনের সঙ্গে দেখা করেন নিকোলা টেসলা।

নিউইয়র্কে শুরুতে এডিসনের ম্যানহাটান শাখায় কাজ শুরু করেন টেসলা। তবে এডিসন এডিসনের কপটতায় বিরক্ত হয়েই তাঁকে ছেড়ে যান। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, এডিসন তাঁর ডিসি কারেন্টের জেনারেটর উন্নত করতে টেসলাকে ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কঠোর পরিশ্রম করে সেই কাজ সফলভাবে সম্পাদন করেন টেসলা। কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থ দাবি করতেই এডিসন তাঁকে বলেন, 'মি. টেসলা, তুমি এখনো আমাদের আমেরিকান ঠাট্টা বুঝে উঠতে শেখোনি।' টেসলা এতে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ হন। তাঁর ডায়েরিতে ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৪ থেকে ৪ জানুয়ারি ১৮৮৫ পর্যন্ত সময়টিতে শুধু একটি কথাই লেখা ছিল, 'এডিসন মেশিন ওয়ার্কসকে বিদায়'।

৩

এডিসন কোম্পানিকে ছেড়ে গেলেও সারা জীবন টেসলা ও তাঁর আবিষ্কৃত এসি জেনারেটরের বিদ্যুতের বিরোধিতা করে গেছেন টমাস এডিসন। নানাভাবে টেসলাকে জব্দ করতে চেয়েছেন। এডিসন কোম্পানি থেকে চাকরি ছাড়ার পর বেশ কিছু জায়গায় তিনি কাজ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু নানা কারণে কোথাও স্থির হতে পারেননি। এ সময়ে তাঁকে দৈনিক মজুরির বিনিময়ে দৈহিক পরিশ্রমের কাজও করতে হয়। একবার নিউইয়র্কের রাস্তায় মজুরেরা গর্ত খোঁড়ার কাজ করছেন দেখে টেসলা তাদের সুপারভাইজারকে বলেন, তিনিও এ কাজ করতে চান। দীর্ঘদেহী টেসলার নির্মেদ শরীর আপাদমস্তক দেখে ওই সুপারভাইজার ভ্রু কুঁচকে বলেন, 'তাহলে যাও। হাতে থুতু দিয়ে কোদাল হাতে নেমে পড়ো। দিন শেষে নগদ দুই ডলার করে পাবে।' কিছুদিন পর ১৮৮৬ সালের শেষ দিকে মি. ব্রাউন নামের এক ব্যাংকার এবং মি. পেক নামের এক অ্যাটর্নির সঙ্গে মিলে টেসলা ইলেকট্রিক কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন, যা পরের বছর এপ্রিল মাসে কাজ শুরু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল মোটর, জেনারেটর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও গবেষণা করা। এসব নিয়ে কাজ করতে করতেই কিছুদিন পর তিনি বিদ্যুৎ-চালিত ইনডাকশন মোটর আবিষ্কার করেন। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইউরোপের নানা দেশেও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এডিসনের ডিসি কারেন্ট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বেশি দূরে সরবরাহ করা যেত না, কিন্তু এসি কারেন্ট অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যেত বলে তা সহজেই ব্যবহার করা যেত। এভাবেই টেসলার জেনারেটরের দিকে আকৃষ্ট হয় বিখ্যাত ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ওয়েস্টিং হাউস। তারা প্রচুর আর্থিক সুবিধা দিয়ে টেসলাকে তাদের সহযোগী করে নেয়। অচিরেই এডিসন, থম্পসন-হিউস্টন এবং ওয়েস্টিং হাউসএ তিনটি বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুরু হয়ে যায় 'বিদ্যুৎ—যুদ্ধ'। টেসলা অবশ্য খুব বেশি দিন ওয়েস্টিং হাউসের সঙ্গে থাকেননি। তাঁর মাথায় খেলতে থাকা নানা চিন্তাভাবনাকে রূপ দিতে নিজেই গবেষণাগার বানিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৮৯১ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন তিনি। পরবর্তী দু—তিন বছরের মধ্যেই টেসলা ৩০টির বেশি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। যার মধ্যে রয়েছে টেসলা বৈদ্যুতিক অসিলেটর, বিদ্যুতের মিটার, উন্নত প্রযুক্তির নানা ধরনের ইলেকট্রিক বাল্ব, হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার ইত্যাদি যন্ত্র। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের শক্তি ব্যবহার করে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে টেসলা ১৮৯৩ সালে চুক্তিবদ্ধ হন। এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম আধুনিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১৮৯৮ সালে রেডিও কন্টোলচালিত একটি ছোট নৌকা চালিয়ে টেসলা সমবেত দর্শকদের অবাক করে দেন। রিমোট কন্টোল দিয়ে তিনি নৌকাটি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু দর্শকদের তা বুঝতে না দিয়ে মুখে বলছিলেন, 'ডানে ঘোরো, বাঁয়ে ঘোরো, সামনে চলো' ইত্যাদি। দর্শকেরা টেসলার আসল কারসাজি বুঝতে না পেরে একে প্রেতজাদু ভাবছিলেন। টেসলা তাঁর আবিষ্কারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে মার্কিন সামরিক দপ্তরে তা বিক্রি করতে চান। কিন্তু তারা তাতে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। অবশ্য পরে অনেক দেশই এ প্রযুক্তি প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধকৌশলে ব্যবহার করে।

১৮৯০ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত টেসলা তাঁর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন তারবিহীন বিদ্যুৎ দেওয়ার যন্ত্র তৈরিতে। যাতে তিনি সারা বিশ্বে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারেন। এ জন্য ১৮৯৯ সালে কলোরাডোয় তিনি একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। বিদ্যুৎ সরবরাহে নিয়োজিত বড় কোম্পানিগুলো নানাভাবে টেসলার এ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে টেসলা শেষ পর্যন্ত এ প্রকল্প নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি জে পি মর্গ্যানের সহযোগিতায় ১৯০১ সালে নিউইয়র্কের সোরহ্যামে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহে সক্ষম 'ওয়ার্ডেনক্লিক টাওয়ার' প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। অনেক পরে, ১৯১৭ সালে একে পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়।

৪

অকৃতদার টেসলা ১৯০০ সাল থেকে ১৯২২ পর্যন্ত নিউইয়র্কের ওয়ালডর্ক এস্টোরিয়া হোটেলে বাস করেন। এরপর চলে যান সেন্ট রেজিস হোটেলে। আর্থিক অনটনে তিনি এ সময় তাঁর হোটেলভাড়াও ঠিকমতো পরিশোধ করতে পারছিলেন না। এরপর তিনি হোটেল নিউইয়র্কারে আসেন ১৯৩৪ সালে। তখন থেকে তাঁর সাবেক কোম্পানি ওয়েস্টিং হাউস তাঁর খরচ মেটাতে মাসে ১২৫ ডলার করে ভাতা মঞ্জুর করে। এ টাকা দান হিসেবে নিতে অস্বীকার করেন টেসলা। তারা টেসলাকে তাদের 'পরামর্শ ভাতা' হিসেবে মঞ্জুর করে। এই ভাতা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। টেসলার ৭৫তম জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করা হয় ১৯৩১ সালে। এতে আইনস্টাইনসহ ৭০ জন বরেণ্য বিজ্ঞানী অভিনন্দন জানান। টাইম সাময়িকীতে টেসলার ছবি ছাপা হয় 'সারা পৃথিবীটাই তাঁর পাওয়ার হাউস' শিরোনামে। টেসলা এতে বেশ মজা পেয়ে যান এবং এরপর থেকে প্রতিটি জন্মদিনে বন্ধুবান্ধব ও সাংবাদিকদের দাওয়াত করে তাঁর জন্মদিন নিয়মিত পালন ও অতীত কাজকর্মের বিবরণ পেশ করেন।

টেসলা প্রতিদিনই সময় করে পার্কে বেড়াতে যেতেন এবং সেখানে কবুতরদের খাবার দিতেন। কোনো আহত কবুতর পেলে তিনি তার চিকিৎসা ও সেবাযত্ন করতেন। একটি আহত সাদা স্ত্রী কবুতরের ডানা ভেঙে গিয়েছিল, তাকে চিকিৎসা ও সেবা সুস্থ করে করে তোলেন। এর ভাঙা ডানা সারাতে তিনি একটি যন্ত্রও তৈরি করেন।এ সময় টেসলা ভাবতেন যে কবুতরটি আছে বলেই তিনি বেঁচে থাকার কিছু মানে খুঁজে পান। ৮১ বছর বয়সী টেসলা ১৯৩৭ সালে গভীর রাতে পার্কে কবুতরদের খাবার দিতে গিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং তাঁর কোমর ও পাঁজরের হাড় ভেঙে যায়। কিন্তু তিনি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করেন, যেমনটা সারা জীবন ধরে করেছেন। এ আঘাত থেকে তিনি আর কখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। এ ঘটনার ছয় বছর পর ১৯৪৩ সালের ৭ জানুয়ারি হোটেল নিউইয়র্কারের ৩৩২৭ নম্বর কক্ষে ৮৬ বছর বয়সী টেসলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। টেসলার পরিচারিকা এলিস মোনাঘান কক্ষের বাইরে টাঙানো 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই ঘরে ঢোকেন এবং তাঁকে মৃত দেখতে পান। পরে চিকিৎসকেরা ধারণা করেন, টেসলার মৃত্যুর কারণ করোনারি থ্রম্বোসিস।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

8-01-26.pmd 1 10-01-2026, 00:16

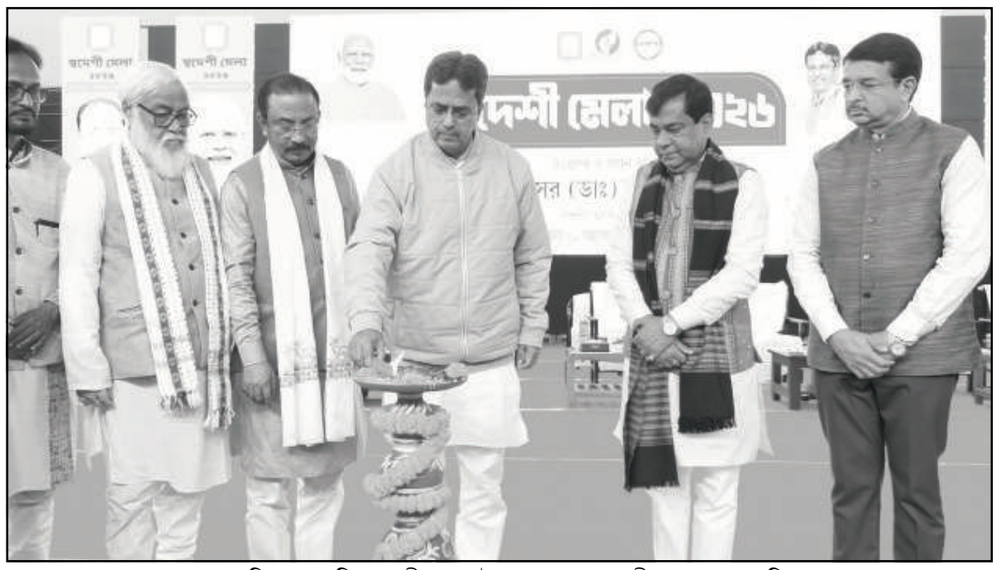

শুক্রবার পুর নিগম আয়োজিত স্বদেশী মেলার উদ্বোদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা

আগরতলা: ৯ জানুয়ারি: স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে সহায়তাকারী শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলির অন্যতম অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া আজ তাদের হোম ডেলিভারি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের ঘোষণা করেছে। এই আপগ্রেডগুলি দেশজুড়ে ডিস্ট্রিবিউটর ও তাদের গ্রাহকদের জন্য আরও দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন অর্ডারিং অভিজ্ঞতা প্রদান করার ক্ষেত্রে সংস্থাটির প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরেছে। গত পাঁচ বছরে অ্যামওয়ে তাদের হোম ডেলিভারি সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করেছে, যার ফলে ডেলিভারির গতিতে বড় ধরনের বদল এসেছে। যা বর্তমানে ভারতের নব্বই শতাংশেরও বেশি পিনকোডে পৌঁছাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া বলেন, ''হোম ডেলিভারিকে একটি কৌশলগত স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তুলছিযা আরও উন্নত পরিষেবা প্রদান, পণ্যে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং সমগ্র ভারতে নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা পৌঁছে দিতে সক্ষম। এই রূপান্তরটি সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী জাতীয় অংশীদারিত্বে কৌশলগত বিনিয়োগ, আরও সুদৃঢ় ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং অধিক দ্রুত সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমেযার ফলে আমরা দ্রুততর সাড়া দিতে, আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছি। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে আমরা নির্ভরযোগ্যতা আরও জোরদার করা, অভিজ্ঞতা উন্নত করা এবং সমগ্র ভারতের গ্রাহকদের জন্য একটি ডেলিভারি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে পরিষেবার মাপকাঠি আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার দিকেই মনোযোগী থাকব।''

এ বিষয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (গ্লোবাল ওমনি চ্যানেল লজিস্টিক্স, কাস্টমার সার্ভিসেস ও নর্থ রিজিয়ন) সঞ্জীব সুরি বলেন,

''অ্যামওয়েতে আমাদের মূল লক্ষ্য হয়েছে একটি বুদ্ধিমান, এবং জন-কেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যা প্রকৃত গ্রাহক-মূল্য প্রদান করে। আমাদের হোম ডেলিভারি কার্যক্রমে যে অগ্রগতিগুলি হয়েছে, সেগুলি এই পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। গভীর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা ডেলিভারির গতি বাড়াতে, নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার সক্ষমতা আরও মজবুত করেছি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা একটি নিরবচ্ছিন্ন ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ডেলিভারি অভিজ্ঞতা গড়ে তুলতে এআই, ডিজিটাল টুলস এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীদের ক্ষমতায়নের সমন্বয় অব্যাহত রাখব।''

নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদানে অ্যামওয়ের প্রতিশ্রুতি একটি শক্তিশালী ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া সমগ্র দেশে ২৩টি ওয়্যারহাউস পরিচালনা করে, যা সমস্ত হোম-ডেলিভারি অর্ডারের সময়মতো প্রক্রিয়াকরণ ও প্রেরণ নিশ্চিত করে। নির্বাচিত ওয়্যারহাউসগুলিতে অত্যাধুনিক পিক-টু-লাইট প্রযুক্তি সংযোজিত রয়েছে, যাতে অর্ডার প্রক্রিয়াকরণ আরও নিরবচ্ছিন্ন হয়। একটি ইউনিফায়েড ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম এখন গ্রাহকদের ইমেল, এসএমএস এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিটি অর্ডারের রিয়েল-টাইম দৃশ্যমানতা প্রদান করে। বর্তমানে অ্যামওয়ে প্রতি মাসে দুই লক্ষেরও বেশি হোম ডেলিভারি অর্ডার সম্পন্ন করে।এই প্রবৃদ্ধির পেছনে উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল গ্রহণযোগ্যতা ভূমিকা রেখেছে, যেখানে অনলাইন মাধ্যমে মোট বিক্রির ৭৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি, ডেলিভারির পরেও গ্রাহকের সুবিধা নিশ্চিত করতে সংস্থাটি একটি নিরবচ্ছিন্ন রিটার্ন ইকোসিস্টেম প্রদান করছে, যার মধ্যে রয়েছে যেকোনো অ্যামওয়ে স্টোরে ৩০ দিনের রিটার্ন নীতি এবং ১৯০০এরও বেশি পিনকোডে ডোরস্টেপ রিটার্ন পিকআপের সুবিধা।

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া প্রিমিয়াম ও টেকসই প্যাকেজিং সমাধানের মাধ্যমে ডেলিভারি অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার ওপর নতুন করে গুরুত্ব দিচ্ছে। সংস্থাটির লক্ষ্য হলো একটি আরও নিরবচ্ছিন্ন, আকর্ষণীয় ও ধারাবাহিক ডোরস্টেপ অভিজ্ঞতা তৈরি করা, যাতে গ্রাহক সন্তুষ্টি আরও বাড়ানো যায়।

অমিত শাহের আহ্বান: জম্মু-কাশ্মীরকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে মিশন মোডে অভিযান চালাতে হবে

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসী পরিকাঠামো এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন লক্ষ্য করে মিশন মোডে কৌশলগত সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান চালানো উচিত। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠক আহ্বান করেন এবং বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহৃত হবে। বৈঠকে, অমিত শাহ সব নিরাপত্তা সংস্থাকে সতর্ক থাকতে এবং একত্রিতভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেন যাতে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর অর্জিত অগ্রগতি বজায় রাখা যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় গৃহসচিব গোবিন্দ মোহন, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তপন কুমার ডেকা, এবং রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব ও ডিজিপি। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রধান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

MEMO

In pursuance of the written examination for the post of Ward Secretary under Ambassa Municipal Council, held on 13.12.2025 and based on marks obtained in the written examination, the candidates bearing the following roll numbers are hereby short-listed for personal interview to be held on 28.01.2026 i.e. Wednesday at PRTI, Ambassa from 11.00 a.m onwards:

The shortlisted candidates bearing above stated roll numbers are requested to appear for the document verification & Personal Interview at the above stated venue & time along with all original documents of qualification, age, caste, experience and other relevant documents as submitted along with original application form. They shall report to the PRTI, Ambassa by 10 A.M positively for scrutiny and document verification.

It is pertinent to state here that, all the short-listed candidates shall be allowed to appear before the Interview Board after successful verification of their documents, failing which candidates shall not be allowed to appear before the Interview Board.

List of Shortlisted candidates for appearing in personal interview for the post of ward secretary under Ambassa Municipal Council

Sl. No	Roll No.	Gender	Category
1	AMC/WS/EXM/036	M	UR
2	AMC/WS/EXM/119	M	UR
3	AMC/WS/EXM/401	M	UR
4	AMC/WS/EXM/068	M	UR
5	AMC/WS/EXM/265	M	UR
6	AMC/WS/EXM/252	F	UR
7	AMC/WS/EXM/394	M	UR
8	AMC/WS/EXM/179	M	UR
9	AMC/WS/EXM/097	M	SC
10	AMC/WS/EXM/164	M	SC
11	AMC/WS/EXM/256	M	ST
12	AMC/WS/EXM/357	F	SC
13	AMC/WS/EXM/161	M	SC
14	AMC/WS/EXM/111	M	ST
15	AMC/WS/EXM/080	M	SC
16	AMC/WS/EXM/384	M	ST
17	AMC/WS/EXM/123	M	ST
18	AMC/WS/EXM/341	M	ST

ICA/D-1753/25

Chief Executive Officer
Ambassa Municipal Council

CONFISCATION PROCEEDING
CASE SUMMARY

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU Pecharthal, the Offence Report No.12/FPU-PTL/2025-26 dated, 09.12.2025 and his office letter No.F.03/FPU-PTL/2025-26/100-101 dated, 10.12.2025 that on 09.12.2025 at about 3:30 PM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-02J-1712, Chassis No.KIC27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal with loaded over 3.528 cum firewood without permission of the authority, which apparently procured illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Amal Das, Fr, I/C, FPU Pechartha has checked and seized the said vehicle bearing registration No.TR-023-1712, Chassis No.KIC27647, Engine No.KIC37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section-52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No.TR-023-1712, Chassis No.K1C27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) from Nabincherra Bazar near NH-08, Nabincherra, Pecharthal for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 4, 42, 51, 52 & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

AND WHEREAS, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has preferred his/ her authorized ownership and claimed over, the vehicle bearing registration No.TR-02J-1712, Chassis No.K1C27647, Engine No.K1C37247, Colour: White (Mahindra Bolero Pickup) by submitting documents against said seized vehicle in support of her/ his claim.

Whereas, one person named, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has preferred his/her claim as owner over the said vehicle bearing Registration No. TR-02J-1712 by submitted the photocopies of the documents of the said vehicle in support of his/her claim.

Therefore, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura was served upon a hearing notice to appear before the authorized Officer (SDFO, Kumarghat) on 07/01/2026 in the chamber of the undersigned alongwith all relevant original documents supporting lawful ownership of the said vehicle No.TR-02J-1712 and to show cause as to why the said seized vehicle shall not be confiscated to the Govt. of Tripura for the use of the vehicle in commission of Forest Offence under rules framed under section 41, 42, 51(A), 52 & 69 of IFA, 1927 failing which the decision regarding confiscation of the vehicle bearing No.TR-02J-1712 will be taken ex-parte.

Whereas, Smt. Sujata Devi Chakma, W/o: Sanjit Chakma of Pecharthal, Unakoti Tripura has appeared on 07/01/2026 for hearing and confessed his/ her guilty and submitted his written statement with prayer of compounding and stated above illegal carrying firewood over 3.528 cum of Forest Produce without valid proper documents and promise not to commit such offence in future. She also stated that the forest offence committed by his/her driver without his knowledge.

ORDER

Considering the facts & circumstances of the case and considering the commitment given by the owner, in her/ his statement of the seized vehicle that she/he would not commit such mistake in future and considering her/his prayer on the above condition, the case may be compounded on realization of Rs.35,000/- (Rupees thirty five thousand) only as valuation and Rs.5,000/- (Rupees five thousand) only as compensation within 30 (thirty) days.

The vehicle will be released on realization of the amount and after taking proper receipt of its legal owner. If she/ he does not deposit the amount with prescribed period mentioned above, the confiscation shall be resumed without any delay. All forest produce are to be confiscated and disposed as per law by the RO, Pecharthal Range after proper handing/ taking over from the In- charge FPU, Pecharthal.

Issued under my Seal and Signature on this day. _07/01/2026.

ICA/D/1795/25

[A. Datta, TPS]
Authorized Officer [SDFO, Kumarghat]

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 21/01/2026 for the following work:-

Sl. No	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date and Time for Document Downloading and Bidding	Time and Date of Opening of Bid	Document Downloading and Biding at Application	Class of Bidder
1	Repair of 10 (Ten) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Amarpur and Ampinagar Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO: 63/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 198/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 15,00,000.00	Rs. 30,000.00	4(Four) Months	Up to 3PM 21/01/2026	At 21/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repair of 5 (Five) nos. Dysfunctional Boys Toilet in Schools under Amarpur and Ampinagar Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO: 64/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 199/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 7,50,000.00	Rs. 15,000.00	2(Two) Months	Up to 3PM 21/01/2026	At 21/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Repair of 6 (Six) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Udaipur MC, Matabari and Kakraban Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO: 65/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 200/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs.9,00,000.00	Rs. 18,000.00	3(Three) Months	Up to 3PM 21/01/2026	At 21/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	Repair of Dysfunctional Boys and Girls Toilet in 2(Two) nos. School under Matabari Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/2nd Call. DRAFT NIT NO: 66/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 201/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 6,00,000.00	Rs. 12,000.00	2(Two) Months	Up to 3PM 21/01/2026	At 21/01/2026 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratendes.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C/3783/26
(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

Notice inviting e- tender PNIe-T-33/EE/RD/ BSGD/SPJ/2025-26/ dt.08/01/2026

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/ Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/ OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 22/01/2026 for 4 (Four) nos work.

Eligible bidders online shall participate in bidding only in through website https:// tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference Date: 15.01.2026 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C/3786/26

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING AUCTION NO.: 01/Auction/EE/PWD(R&B)/TLM/2025-26, Date: 03-01-2026

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai Tripura on behalfofthe GovernorofTripura',invitesonline percentage rateauctionforthe followingworks:

Sl. No.	Name of work/ DNIAUCTION No.	Reserve Value	Security Money	Time for completion
1	01/Auction/EE/PWD(R&B)/TLM/2025-26	₹.9,96,067.00	₹. 99,607.00	10 (Ten) Days

Note:Thebid forms and otherdetailsincludingonlineactivities shouldbedonein the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 3781/26

Executive Engineer
Teliamura Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-33/EE-BRG/PWD/2025-26,

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the work namely:-

Sl No	DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1.	58/B/DNIeT/EE-BRG/PWD/2025-26	14,03,270.00	28,065.00	90 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -12/01/2026 up to 15:00 hrs.
Date and time of opening bid 12/01/2026 at 15:30 hrs.
Bid fee Rs.1000.00 Each (non-refundable)
All details are available in the website https://tripuratenders.gov.in.
Submission of tenders physically is not permitted.
ICA/C/3795/26

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer,
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

দেশব্যাপী ডিজিটাল নির্মাতাদের ক্ষমতায়নে ডিডি নিউজে ক্রিয়েটরস কর্নার এর সূচনা করল প্রসার ভারতী

নয়াদিল্লি: ৯ জানুয়ারি : ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাতাদের স্বীকৃতি ও প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রসার ভারতী আজ ডিডি নিউজে সারা দেশের ডিজিটাল নির্মাতাদের তৈরি বিষয়বস্তু প্রদর্শনের জন্য একটি নিবেদিত প্ল্যাটফর্ম 'ক্রিয়েটরস কর্নার' চালু করেছে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত গত ১১ বছরে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার দেখেছে এবং প্রসার ভারতীতে এখন একই ধরনের সংস্কার দৃশ্যমান।

তিনি বলেন, ২০২৬ সাল হবে প্রসার ভারতীর জন্য বড় ধরনের সংস্কারের বছর, যেখানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকেরও সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করা হবে। এই সংস্কারগুলি দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পে অংশগ্রহণ, নতুন প্রজন্মের নির্মাতাদের এবং প্রযুক্তি-চালিত প্রক্রিয়াগুলির দিকে পরিচালিত করবে। তিনি বলেন, ক্রিয়েটর কর্নার ''এর সূচনা এই সংস্কার যাত্রার প্রথম ধাপ। গত বছর চালু হওয়া ওয়েভস প্ল্যাটফর্মের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, এক কোটি যুবক-যুবতীকে যুক্ত করতে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এবং প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকার অবদান রাখতে এই প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে ডঃ এল মুরুগান বলেন, সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের ক্রমবর্ধমান বিষয়বস্তু নির্মাতাদের ক্ষমতায়নের জন্য দূরদর্শনের ক্রিয়েটর কর্নারের সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সারা দেশের ছোট শহর ও অঞ্চলের নির্মাতারা কীভাবে স্বাধীনভাবে বিষয়বস্তু তৈরি, সম্পাদনা এবং ভাগ করে নিচ্ছেন, বড় স্টুডিও ছাড়াই জীবিকা নির্বাহ করছেন, সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, দূরদর্শন এখন এই নির্মাতাদের একটি শক্তিশালী জাতীয় ও বৈশ্বিক মঞ্চ প্রদান করবে এবং এই উদ্যোগের জন্য ডিডি টিমকে অভিনন্দন জানান তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু বলেন, এই উদ্যোগটি একটি প্রাণবন্ত, দায়িত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রিয়েটর ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তা করবে, যা নির্মাতাদের কেবল অভিনেতা হিসাবেই নয়, সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নির্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিডি নিউজে চালু হওয়া ক্রিয়েটর কর্নার ধীরে ধীরে সমস্ত দূরদর্শন চ্যানেলে প্রসারিত হবে, যা বিভিন্ন ভাষা, অঞ্চল এবং ঘরানার স্রষ্টাদের একটি জাতীয় মঞ্চ প্রদান করবে। তিনি আরও বলেন, এই ডেডিকেটেড প্রাইম-টাইম স্লট নির্মাতাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্প্রচারকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বৃহত্তর অংশের দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

ক্রিয়েটর্স কর্নার সম্বন্ধে এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল প্রসার ভারতী এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নির্মাতাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিষয়বস্তু তৈরিকে উৎসাহিত করে এবং এর প্রসারকে প্রসারিত করে ডিজিটাল অর্থনীতিকে উন্নীত করা।

ক্রিয়েটরস কর্নার সংবাদ ও সমসাময়িক বিষয়, সংস্কৃতি, ভ্রমণ, রন্ধনপ্রণালী, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য, স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অনুপ্রেরণামূলক গল্প, পরিবেশ ও সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং বিনোদন সহ বিভিন্ন থিমের বিষয়বস্তু প্রদর্শন করবে।

অনুষ্ঠানটি সোমবার থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় ডিডি নিউজে সম্প্রচারিত হবে, পরের দিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে পুনরায় সম্প্রচারিত হবে। প্রতিটি পর্বে বিভিন্ন থিম সম্বলিত চার থেকে ছয়টি রিল বা ভিডিও প্রদর্শিত হবে। এই উদ্যোগটি একটি পারস্পরিক উপকারী অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, যা ডিজিটাল নির্মাতাদের একটি বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম এবং তাদের কাজ প্রদর্শনের জন্য প্রসার ভারতী / ডিডি নিউজের ব্যাপক প্রসার প্রদান করে, যখন প্রসার ভারতী তরুণ দর্শকদের উদ্ভাবনী এবং বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু তৈরি করতে সক্ষম করে।

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রদেশের কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কাজের সন্ধান

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৫০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইয়ং প্রফেশনাল (তথ্য ও প্রযুক্তি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকীপার (শিপইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৩২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
লিখিত/কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইয়ং প্রফেশনাল (নাবার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, অথবা, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, তবে কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি অফিসার (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সি.এ পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কম্পিউটার অপারেটর (বহিঃরাজ্যে পুলিশ প্রশাসন),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ, তবে পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি,
র‌্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, পিওন (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করা যাবে,
বয়স ঃ ১৩-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি,
বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষা অথবা সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

দক্ষ ক্রীড়াবিদদের থেকে বিএসএফ-এ ৫৪৯ পুরুষ-মহিলা কনস্টেবল নিয়োগ

আগরতলা।। বিএসএফ-এ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য আবারও অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ, ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, র‌্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বিভিন্ন ইভেন্টে দক্ষ ক্রীড়াবিদদের থেকে মোট ৫৪৯ জন কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) নিয়োগ করবে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ-তরুনী প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ ৫৪৯টি'র ইভেন্ট ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পুরুষ-মহিলা, এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা নির্দিষ্ট স্পোর্টস ইভেন্টে দক্ষ হলে আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। স্টেট বোর্ড/ সেন্ট্রাল ছাড়া অন্য কোনও বোর্ডের এডুকেশনাল সার্টিফিকেট হলে, তার সাথে, এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটি যে ম্যাট্রিক/ ক্লাস ১০-এর সমতুল - সে সম্বন্ধেভারত সরকারের দেওয়া ডিক্লারেশন দিতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে মেট্রিক্স লেভেল -৩ অনুযায়ী ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে, ত্রিপুরায় বসবাসকারী পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬০ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৮০ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭৫ ও ৮০ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫০ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৪৭ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে নির্দিষ্ট ইনডেক্স-এর ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃতদের শারীরিক মাপঝোঁক, ক্রীড়া দক্ষতার সাধারণ পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কাঁর কবে কি পরীক্ষা তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪ পেপার, প্রতিটিতে ২৫টি প্রশ্ন, ২৫ নম্বর। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ১২০ মিনিটের পরীক্ষা, লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হতে পারে আগরতলায়। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রার্থিবাছাই হবে প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেষ্ট, লিখিত পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৫ কিমি দৌড়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮.৩০ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। পরে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক ও ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রথম ফেজের পরীক্ষায় সফলদের ডাকা হবে লিখিত পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও নম্বর বিন্যাস পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখুন অথবা কর্মবার্তায় হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন।

পরীক্ষা ছাড়াই চাকরির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বীমায় ১৫৩ এপ্রেন্টিস

আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকেই এপ্রেন্টিস পদে ১৫৩ জন নিয়োগ হচ্ছে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, রাষ্ট্রীয় বীমা অর্থাৎ ইউ.আই.আই.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যক প্রার্থী হলে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ইউ.আই.আই.সি.এল বা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-১২-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৩৮ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন বিশেষ করে রাজ্যওয়ারি বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। মোট ১৫৩টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত সহ অসংরক্ষিত এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও বিভাজন রয়েছে। তবে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে। দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। পরিকল্পনা রয়েছে পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগের। তবে প্রয়োজনে প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

বিধানসভা সচিবালয়ে রিপোর্টার, ক্লার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট, পিওন, ড্রাইভার নিয়োগ

আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিশেষ করে ত্রিপুরা বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট-এর জন্য গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোট শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, যোগ্যতা ঃ প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ৮ম শ্রেনি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ, সকলেই আবেদন করতে পারেন, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। রাজ্য সরকারের বিধানসভা সেক্রেটারিয়েট কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ০১/ ২০২৫ এবং ০২/ ২০২৫। তারিখ ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫। মোট কথা ত্রিপুরা বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট-এর জন্য গ্রুপ-সি (কুক, ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড, সর্টার, ড্রাইভার, রিসেপশনিস্ট, টাইপিস্ট, রিপোর্টার ইত্যাদি), গ্রুপ-ডি (পিওন, এটেন্ড্যান্ট) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম/৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি এবং উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ এবং নিয়োগের কেন্দ্র আগরতলা, তবে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৪-০১-২০২৬ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে।দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ জানুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৪ জানুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন।

শুক্রবার আগরতলায় সিপিএমের কৃষক সভা আয়োজিত হয়।

গুয়াহাটিতে বস্ত্রমন্ত্রীদের জাতীয় সম্মেলনের সমাপ্তি

গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংক্রান্ত আলোচনা এবং ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশ

নয়াদিল্লী, ৯ জানুয়ারী : উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতের বস্ত্রশিল্পকে শক্তিশালী করার বিষয়ে দুই দিনের বিস্তৃত আলোচনার পর আজ গুয়াহাটিতে জাতীয় বস্ত্রমন্ত্রীদের সম্মেলন শেষ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রী ও আধিকারিকরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা বলেন, বস্ত্র ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সম্মেলনে বিশদে আলোচনা হয়েছে। ভারতকে বিশ্বজনীন বস্ত্র হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে এই আলোচনা এক স্পষ্ট দিশানির্দেশ দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, ভারতের বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রের রপ্তানি সম্প্রসারণ, একে আরও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলা এবং ব্র্যান্ডিং নিয়ে আলোচনা করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সংলাপে প্রতিযোগিতা মূলকতা, সমর্থন, প্রত্যাশা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বস্ত্র রপ্তানি অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা হয়েছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র, তাঁত এবং হস্তশিল্পের উপর আলোচনা করা হয়, যেখানে ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্র ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়, একই সাথে কারিগর ও তাঁতিদের জন্য নতুন বাজারের নাগাল, মূল্য সংযোজন, ব্র্যান্ডিং এবং তাদের জীবিকা নিশ্চিত করা হয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা আয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প, নক্সা উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

পদস্থ আধিকারিক ও মন্ত্রীরা এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের সুসমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং সুস্থিতি রক্ষায় যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, রাজ্যগুলিকেও তার পাশে দাঁড়াবার অনুরোধ জানানো হয়।

দুই দিনের বিস্তৃত কেন্দ্র-রাজ্য বার্তা-বিনিময় ভারতের বস্ত্র শিল্পের নীতিগত সমন্বয়, বিনিয়োগ প্রচার এবং সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংবিধান বিরোধী আচরণ করেছেন ইডি অভিযান চলাকালীন : বিজেপির অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি : বিজেপি আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অব্যাহত, অশালীন এবং সংবিধান বিরোধী আচরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। গতকাল কলকাতায় আই-প্যাক নামক রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এর অভিযান চলাকালীন মমতা ব্যানার্জির আচরণ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি।

নতুন দিল্লিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিজেপির সিনিয়র নেতা রবি শঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং শাসনব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের বিরুদ্ধে যেকোনো সংবেদনশীল তথ্য লুকানোর চেষ্টা করছেন এবং তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন।

রবি শঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, মমতা ব্যানার্জি ইডি কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়েছেন। যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একেবারেই প্রথম ঘটল।' তিনি আরও দাবি করেছেন যে, ইডি বর্তমানে কয়লা চোরাচালান এবং হাওলা লেনদেন নিয়ে তদন্ত করছে, যার অধীনে একাধিক স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে।

এই অভিযানের পর, বিজেপির পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

মন্ত্রী জয়শঙ্কর প্যারিসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর সাথে সাক্ষাৎ, ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্ব পুনঃব্যক্ত

নতুন দিল্লি/প্যারিস, ৯ জানুয়ারি: বাহ্যিক বিষয়ক মন্ত্রী স. জয়শঙ্কর প্যারিসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের শক্তি পুনর্ব্যক্ত করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উভয় দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর সাথে তার আলাপচারিতায়, মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ, যেমন শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং সদৃশ ভাবনা সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে কৌশলগত সমন্বয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ মন্ত্রী জয়শঙ্কর লেখেন, আজ ফরাসি প্রেসিডেন্ট গক্কদ্বদ্বথদ্রন্তত্রনগ্ধস্থত্বন্দ্রদ্র-এর সাথে সাক্ষাৎ করে প্রধানমন্ত্রী গদ্রথন্তত্রদ্রত্মন্থদ্বদ্রন্থ-র শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আনন্দিত। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাবের জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ভারত এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে, যা প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, পারমাণবিক শক্তি, পরিষ্কার শক্তি এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, উভয় দেশই একটি বহুপাক্ষিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংলাপে শক্তিশালী সমন্বয় সাধনের পক্ষ থেকে বারবার সমর্থন জানিয়েছে।

প্যারিসে জয়শঙ্কর ফরাসি রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে বক্তৃতা দেন, যেখানে তিনি বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রগাঢ় পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, বাণিজ্য, আর্থিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি, শক্তি, সম্পদ, এবং সংযোগ বর্তমান বৈশ্বিক পরিবর্তনের পেছনে মূল চালক হয়ে উঠেছে এবং জাতির মানসিকতার পরিবর্তনই এখন এসব পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য একটি নির্ধারক ফ্যাক্টর।

তিনি ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্বকে বহুমুখীতা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

এর আগে বুধবার, জয়শঙ্কর প্যারিসে প্রথম ভারত-ওয়েইমার ফরম্যাট বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে পোল্যান্ডের উপ প্রধানমন্ত্রী রাডোস্লাও সিকর্সকি, ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারট, এবং জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন ওয়াডেফুল উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকটি ভারতের ওয়েইমার ফরম্যাট-এ প্রথম আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণকে চিহ্নিত করে, যা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে একটি কাঠামোবদ্ধ সংলাপ প্রতিষ্ঠা করার নতুন এক পথ উন্মুক্ত করেছে।

জয়শঙ্কর বৈঠক চলাকালীন বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নানা পরিবর্তন দেখে আসছি। ইউরোপও নিজস্ব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, যার অনেকগুলোর কৌশলগত প্রভাব রয়েছে। তবে এর বাইরেও এমন অনেক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে, যা বিশ্বব্যবস্থা পুনঃসংস্কৃত করতে পারে। আমরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থান করলেও, আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী যে, আমরা নিয়মিতভাবে মতামত আদান প্রদান করি এবং একে অপরের মূল্যায়ন শেয়ার করি।

তিনি আরও বলেন, ফ্রান্স আমাদের প্রাচীনতম কৌশলগত অংশীদারদের মধ্যে একটি, এবং আমি মনে করি আমাদের ধারাবাহিক সংলাপ এই সম্পর্ককে লালন করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ট্রেনের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পরিবার ও স্থানীয় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

হামলা করা হচ্ছে বিরোধীদের। নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রায়শই শিরোনামে থাকছে। এছাড়াও দুর্ঘটনার খবরও প্রতিদিন রাজ্যের কোনো না কোনো জায়গা থেকে উঠে আসছে। এমতাবস্থায় ডিজিপি বলছেন অপরাধ গতবছরের তুলনায় ৮.৩ শতাংশ কমেছে। এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও এদিন একাধিক মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য জেনে কথা বলা প্রয়োজন। তিনি ইতিহাস না জেনে কথা বলেন। এছাড়াও ভিবি - জি রাম জি আইনের বিরুদ্ধে বামেরা আন্দোলনে নামবে বলেও জানান তিনি।

বিরোধী দলনেতা বলেন, স্বাধীনতার পর মন রেগা শ্রমিকদের জন্য অন্যতম একটি কাজের সুযোগ ছিল। ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ছিল এই মন রেগাতে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার মনরেগার বিরোধিতা প্রথম থেকেই করে আসছে। ত্রিপুরাতেও দেবতুল্য কার্য্যকর্তাদের দ্বারা এই মন রেগার ব্যাঘাত ঘটিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির পিছিয়েছে শাসক দল বিজেপি, এমনটাই অভিযোগ তোলেন তিনি। তার দাবি, নতুন আইনের মাধ্যমে নাকি ১০০ দিনের কাজ বৃদ্ধি করে ১২৫ দিন করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সরকারের সম্পূর্ণ ভুয়া। সরকার আগের প্রতিশ্রুতিই পূরণ করতে পারেনি। তাই এর প্রতিবাদে আগামী দিন প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামফ্রন্টের সমস্ত সংগঠনগুলি।

কংগ্রেস অসমে 'এমজিএনআরইজিএ সেভ আন্দোলন' শুরু করবে ১০ জানুয়ারি থেকে

গুয়াহাটি, ৯ জানুয়ারি: কংগ্রেস পার্টি অসমে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে 'এমজিএনআরইজিএ সেভ আন্দোলন' শুরু করতে যাচ্ছে। এটি একটি জাতীয় প্রতিবাদ আন্দোলনের অংশ হিসেবে, যা বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজিবিকা মিশন গ্রামীন আইন এর বিরুদ্ধে চালানো হবে। এই নতুন আইনটি মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন এর পরিবর্তে চালু করা হয়েছে।

এআইসিসি'র অসম দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক চৌহান বৃহস্পতিবার জানান যে, এই আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না নতুন আইনটি বাতিল হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, আইন এমজিএনআরইজিএ'র অধীনে যে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রদান করা হত, তা সরিয়ে নিয়েছে এবং এটি গ্রামীণ শ্রমিকদের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তিনি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতগুলোর কাজ বরাদ্দ এবং মজুরি নির্ধারণে যথাযথ পরামর্শ না নেওয়ার অভিযোগ তুলেন।

চৌহান জানান, অসমে আন্দোলন ১০ জানুয়ারি শুরু হবে জেলা সদরদপ্তরে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে, যেখানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পর্যবেক্ষকরা বক্তব্য রাখবেন। ১১ জানুয়ারি, রাজ্যব্যাপী এক দিনের ধর্ণা অনুষ্ঠিত হবে।

১২ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কংগ্রেস কর্মী এবং এমজিএনআরইজিএ শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করবেন। আন্দোলনটি ৩০ জানুয়ারি, শহীদ দিবস হিসেবে, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর বার্ষিকীতে এক দিনের ধর্ণার মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।

চৌহান বলেন, এমজিএনআরইজিএ প্রায় দুই দশক ধরে গ্রামীণ জীবিকা রক্ষা করেছে এবং দাবি করেন যে নতুন আইনটি রাজ্য সরকারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। তিনি যোগ করেন যে, কংগ্রেস দল এমজিএনআরইজিএ পুনরুদ্ধারের দাবিতে প্রতিবাদ চালিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠক থেকে অনুপ্রাণিত ভারতীয় এআই স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতারা

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে ভারতের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতারা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের এআই প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তা করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

নিউরোডিএক্স-এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. সিদ্ধার্থ পানওয়ার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে শুধুমাত্র পশ্চিমী দেশগুলির অনুকরণ না করে, এমন এআই তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

টেক মহিন্দ্রার চিফ ইনোভেশন অফিসার নখিল মালহোত্রা বলেন, 'এটি ছিল একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রধানমন্ত্রী মোদি এআই-এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন এবং তিনি সতর্কভাবে এবং নৈতিকভাবে এআই সমাধান তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেন, এমন সমাধান যা এখনও বিকাশিত হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি গত বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী স্টার্টআপগুলিকে সমাজকল্যাণে সহায়ক এআই ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি ভারতীয় স্টার্টআপদের এআই তৈরি করার সময় সতর্কতা, অন্তর্ভুক্তি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

জেনলুপ-এর সিইও আয়ুষ গুপ্ত বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আলোচনা করেছি, কীভাবে ভারতের জন্য এআই মডেলগুলো তৈরি করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, দেশের এআই হবে "বিশ্বাসযোগ্য" এবং নৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'ভারতের জন্য এআই হবে "আত্মনির্ভর বুদ্ধিমত্তা" এবং এটি ভবিষ্যতে একটি উন্নত ভারতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে,' গুপ্ত আরও বলেন।

ফ্র্যাক্টালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকান্ত ভেলামাকান্নি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির ভিশন হল ভারতকে বৈশ্বিক এআই নেতায় পরিণত করা। এর জন্য ভারতের নিজস্ব এআই মডেল তৈরি করা এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় তা পৌঁছানোর প্রয়োজন।

এই বৈঠকটি 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬' আয়োজিত হওয়ার এক মাস আগে অনুষ্ঠিত হয়। আগামী মাসে ভারতের রাজধানীতে এই সামিট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে, এই বৈঠকে ১২টি ভারতীয় স্টার্টআপ উপস্থিত ছিল যারা 'এআই ফর অল: গ্লোবাল ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জ'-এ যোগ্যতা অর্জন করেছে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রের, যেমন স্বাস্থ্যসেবা, বহু ভাষিক বড় ভাষার মডেল, উপকরণ গবেষণা, ডেটা বিশ্লেষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং সিমুলেশন ইত্যাদি, নিজেদের উদ্ভাবন ও কাজ উপস্থাপন করে।

কলকাতা হাইকোর্টে ইডি-র আই-প্যাক অফিসে হানা সংক্রান্ত শুনানি স্থগিত, আদালতে ভিড়ের কারণে বিচারপতি কক্ষ ত্যাগ করলেন

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি: শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এক উচ্চপ্রোফাইল মামলার শুনানি সম্ভব হয়নি, যেখানে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)-এর একযোগী অভিযান এবং আই-প্যাক (ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি)-এর সল্টলেক অফিস ও কোভিড কলকাতার কেন্দ্রীয় এলাকায় প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈনের বাড়িতে অভিযান চলছিল। আদালতে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে শুনানি স্থগিত করা হয়।

একক-জজ বেঞ্চের বিচারপতি সুব্রা ঘোষ শুনানি পরিচালনা করতে না পারায় আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন। আদালতকক্ষের মধ্যে মামলা সম্পর্কিত না থাকা ব্যক্তিরা ভিড় জমায়, এর ফলে শুনানি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিচারপতি ঘোষ, কোর্ট অফিসার এবং মামলার পক্ষগুলোর আইনজীবীরা বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন যে, মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকা ব্যক্তিরা আদালত কক্ষ ত্যাগ করুন, তবে তাদের বেশিরভাগই এ আবেদন উপেক্ষা করে আদালতে থেকে যান।

এরপর, বিচারপতি সুব্রা ঘোষ কক্ষ ত্যাগ করেন এবং পরে জানানো হয় যে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৪ জানুয়ারি নির্ধারিত হয়েছে।

মূল মামলায় ইডি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে, তিনি সাংবিধানিক অবস্থানের অপব্যবহার করেছেন এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ইডি এই ঘটনার তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলায় তাকে পক্ষ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়াও, ইডি এও দাবি করেছে যে, তদন্তের অংশ হিসেবে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের ভূমিকা তদন্ত করা উচিত, যারা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযানে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং পরে কিছু কাগজপত্র এবং বৈদ্যুতিন ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে।

এদিকে, এই মামলায় দুটি পাল্টা-পিটিশনও জমা পড়ে, একটি প্রতীক জৈনের পক্ষ থেকে এবং অন্যটি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পাল্টা-পিটিশনে দাবি করেছে যে, আই-প্যাক তৃণমূলের ভোট কৌশল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে, এবং ইডি-র অভিযান মূলত দলটির ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল সংক্রান্ত ডকুমেন্টগুলি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে ছিল, যা পরে বিজেপির কাছে পৌঁছে দেওয়া হতে পারে।

স্কলারশিপ বঞ্চিত জনজাতি

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাটার দিয়ে তালা কেটে দপ্তরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দপ্তরের আধিকারিকরা দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ, আধিকারিকদের ফোন পাওয়ার পর দপ্তরের মন্ত্রী নিজের অবস্থান বদলান। পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পড়ুয়ারা গুরুতর অভিযোগ তুলে জানান, স্কলারশিপ না পাওয়ার পেছনে দপ্তরের মন্ত্রীর ভূমিকা রয়েছে। পড়ুয়াদের দাবি, মন্ত্রী নিজেই বলেছেন দপ্তরের কিছু আধিকারিক টাকা খায়। ফলে শুধুমাত্র আধিকারিক নয়, এই বঞ্চনার পেছনে দপ্তরের মন্ত্রীর হাতও থাকতে পারে বলে তাদের সন্দেহ। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই গুরুতর অভিযোগের পর জনজাতি কল্যাণ দপ্তর কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্কলারশিপ বঞ্চিত পড়ুয়ারা।

কেন্দ্রের সরকার

● প্রথম পাতার পর

সে ব্যবস্থাও সরকারেরই করতে হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দেশের প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদিন তিনি বেকার সমস্যার কথাও তুলে ধরেন এবং বলেন, কর্মসংস্থানের অভাব ক্রমশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করছে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র করও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, কৃষকদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বর্তমান সরকার তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত পথসভায় শ্যামল দে, রমা দাস সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে

● প্রথম পাতার পর

বলছি না। কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, পিঠে-পুলি উৎসব শুধু খাদ্য উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

তিনি বলেন আমাদের রাজ্যে মোট ৫৪,৬২৭টি স্ব-সহায়ক রয়েছে, যার মধ্যে ৪.৮৯ লাখ সদস্য আছেন। ২০১৮ সালের আগে প্রায় ৩,৫০৬টি গ্রুপকে মোট ৪ কোটি ২৬ লাখ টাকা রিভলভিং ফান্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সরকার ৩৬,৫৩০ গ্রুপকে ৭৫ কোটি টাকা প্রদান করেছে। এটি আত্মনির্ভরতার এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৮ সালের আগে প্রায় ৯০০ গ্রুপ ব্যাংক থেকে ৪ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার ১ লাখেরও বেশি গ্রুপকে ১,৮৯৬ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করেছে। বিজেপি শুধু কথা বলে না, কাজও করে, রাজ্য ও দেশের উন্নতির জন্য। আমাদের রাজ্যে ১ লাখের বেশি নারী লখপতি দিদি হয়েছেন,"।

মন্ত্রী আরও বলেন মহিলারা যখন আত্মনির্ভর হবে, তখন রাজ্য ও দেশও বিকশিত হবে, যা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' গঠনে সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমরা আধুনিক হব, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতেই হবে। আগের সরকারগুলো এমন উদ্যোগ কখনো গ্রহণ করেনি; তারা ঐতিহ্য ভুলে গিয়েছিল। স্বল্পঋণ গ্রুপগুলো গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করবে। এছাড়াও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য

● প্রথম পাতার পর

ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিজস্ব পণ্য ব্যবহার এবং তৈরির উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রচার প্রসারে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলে, "ভোকাল ফর লোকাল" এর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজস্ব পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা, নিজস্ব পণ্য ব্যবহারে আকৃষ্ট করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া। এতেই অন্যের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। রাজ্যের বর্তমান সরকারও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্বদেশী মানসিকতা নিয়ে চলার।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আহ্বান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। আত্মনির্ভর ভারত কোনও একক কর্মসূচি নয়, এটি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত সংকল্প। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে। গুণগতমান বৃদ্ধি, উদ্ভাবন, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাতে আমাদের পণ্য দেশ ও বিদেশের বাজারে সমাদৃত হয়। তিনি বলেন, ত্রিপুরা আজ অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, পর্যটন, অর্থনৈতিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। দেশব্যাপী প্রশংসিতও হচ্ছে। বাইরের বিনিয়োগকারীরাও ত্রিপুরাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন, স্বদেশী মেলা রাজ্যের ঐতিহ্য এবং স্বনির্ভরতাকে তুলে ধরার এক অভিন্ন মঞ্চ। এর মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের প্রতি মানুষের আস্থা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

আগামীতে সারা রাজ্যব্যাপী এই মেলাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লোকসংগীত ও নৃত্য, ঐতিহ্যবাহী প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে রাজ্যের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রতিটি নাগরিক যদি দেশীয় পণ্য ব্যবহারকে গুরুত্ব দেন, তবেই এই স্বদেশী মেলার সার্থকতা। এর মাধ্যমেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব। এই লক্ষ্য পূরণে স্বদেশী মেলা ২০২৬ এক শক্তিশালী পদক্ষেপ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, স্বদেশী মেলা-২০২৬ চলবে ৯ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "ভোকাল ফর লোকাল" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশীয় পণ্যের প্রতি জাগরণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই মেলার আয়োজন। এই মেলা রাজ্যের উন্নয়ন দর্শনের ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত দলিল হয়ে থাকবে বলে মেয়র আশা ব্যক্ত করেন। এই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদক এবং শিল্পীগণ নিজস্ব পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের প্রতি এতো মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়নি। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর দেশীয় পণ্য ব্যবহার এবং দেশকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এসেছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও রাজ্যকে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। আগরতলা শহরের উন্নয়ন আজ রাজ্যের মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার কর্মসংস্থানের পথেও নতুন আলো দেখাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার এবং এর উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই মেলার আয়োজন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং এর প্রচার প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর মাধ্যমেই দেশ আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাবে, অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "ভোকাল ফর লোকাল"-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডি. কে. চাকমা।

অনুষ্ঠান মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপস্থিত অতিথিগণ বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। আজকের অনুষ্ঠানে আগরতলার চারটি জোনের কর্পোরেটারগণও উপস্থিত ছিলেন।

নদীর পাড় সুরক্ষায় বাঁধের উপর হাইট বার বসানোর উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: নদীর পাড় সংরক্ষণ ও ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন বাঁধের উপর হাইট বার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের কোনো যানবাহন আর বাঁধের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে না, ফলে নদীর পাড় অক্ষত রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শহরের ইন্দ্রনগর এলাকাতে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারী যানবাহনের চলাচলের কারণে বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠছিল। সেই প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁধগুলিতেও হাইট বার বসানো হবে। এর ফলে একদিকে যেমন নদীর পাড় রক্ষা পাবে, তেমনই নাগরিক নিরাপত্তাও আরও জোরদার হবে বলে প্রশাসনের আশা।

ডুম্বুর জলাধারে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের দেহ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: শুক্রবার ভোর প্রায় ৬টা ১০ মিনিট নাগাদ রাইশ্যাবাড়ি থানার অন্তর্গত হেলিপ্যাড সংলগ্ন ডুম্বুর জলাধার থেকে নিখোঁজ যুবকের ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত যুবকের নাম ধর্মজিৎ চাকমা(১৮)। তিনি গণ্ডাছড়া থানার অন্তর্গত ভকতপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ৪ জানুয়ারি ধর্মজিৎ চাকমা নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর থেকেই তার সন্ধানে তল্লাশি চলছিল। টানা ৭২ঘন্টা এনডিআরএফ ও ডুবুরী দ্বারা তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু তারপরেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ তার মৃতদেহ ভেসে উঠে। অবশেষে আজ সকালে ডুম্বুর জলাধারে তার দেহ ভেসে উঠতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে রাইশ্যাবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে দুই দিনব্যাপী বাউল ও লোকসংস্কৃতি উৎসব, শিল্পীদের পরিবেশনায় মুখর মাতাবাড়ী এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ জানুয়ারি: লোকসংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, গোমতী জিলা পরিষদ ও উদয়পুর পুর পরিষদের সহযোগিতায় গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০২৫ উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হল দুই দিনব্যাপী বাউল ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। উদয়পুরের মাতাবাড়ী সংলগ্ন মুড়াপাড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত এই উৎসব ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় জনপ্রিয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেবরায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী দেবল দেবরায়, শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার এবং উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী শীতল চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। লোকসংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শ্রী অরুণ নাথ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

দুই দিনব্যাপী এই লোকসঙ্গীত উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীরা তাঁদের পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ধর্মনগর থেকে বাবলী রায়, কমলপুর থেকে শ্রীজিতা চক্রবর্তী, খোয়াই থেকে মৌটুসী দাস, সাব্রুম থেকে শ্রী মনোরঞ্জন দাস, অমরপুর থেকে খালেক মিঞা, আগরতলা থেকে সজল সাহা, কবীর কৃষ্ণ দত্ত, অমিত আচার্য্যী ও লিনেন দেব, সোনামুড়া থেকে মীনাক্ষী দাস, রাধেশ্যাম আচার্য্য ও সত্যবান দাস লোকগান ও বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন তথাগত দাস, আকাশ মণ্ডল, রজত কুমার নাথ, অসিত বিশ্বাস, স্বপন ভৌমিক, বাপী রায় বর্মন, সুরজিৎ দাস, কৌশিক বণিক এবং দীপঙ্কর নট্র।

লোকসংস্কৃতি সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। দুই দিনের এই সাংস্কৃতিক উৎসব উদয়পুরবাসীর কাছে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলে মত সংস্কৃতিপ্রেমীদের।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বনাঞ্চলে অভিযান, প্রায় ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুরে সোনামুড়া থানার নেতৃত্বে এক যৌথ অভিযান চালানো হয়। আজ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বেজিমারা, রবীন্দ্রনগর, খেদাবাড়ি ও জুলাইবাড়ি সংলগ্ন বনাঞ্চলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন বনভূমিতে অবৈধভাবে চাষ করা মোট ১৮টি গাঁজা চাষের প্লট চিহ্নিত করা হয়। এসব প্লটে আনুমানিক প্রায় ৮০ হাজার পরিপক্ক গাঁজা গাছ পাওয়া যায়। আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঘটনাস্থলেই সমস্ত গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার ও ধ্বংস করা গাঁজা গাছের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অবৈধ এই গাঁজা চাষ প্রায় ২০ একর বনভূমি জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

এই যৌথ অভিযানটি পরিচালিত হয় সোনামুড়া থানা, ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, ১১ নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং অন্যান্য সহযোগী নিরাপত্তা সংস্থার সমন্বয়ে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও অভিযান চালানো হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিরোধীদের কাজ বিরোধীতা করা, তাদের কথার সাথে কাজের মিল নেই: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: বিরোধীদের কাজ বিরোধীতা করা, তাদের কথার সাথে কাজের কোনো মিল নেই। রাজ্যে লক্ষণীয়ভাবে অপরাধ কমার বিষয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন, ডিজিপি রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে যে তথ্য জানিয়েছেন তা প্রসঙ্গনীয়। রাজ্যে বিগত ২০ বছরে সব থেকে কম অপরাধের রেকর্ড নথিভুক্ত হয়েছে। একবছরে ৮.৩ শতাংশ অপরাধ কমেছে। এটি বিশাল বিষয়। সরকার রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করছে। পুলিশ স্বাধীনভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে। তার কারণেই এই ধরনের ফলাফল দেখা যাচ্ছে।

যদিও বিরোধীরা এই বিষয়টি অস্বীকার করেছে। রাজ্যের এই সাফল্য মানতে নারাজ বিরোধীরা। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের কাজ বিরোধীতা করা। তাদের কথার সাথে কাজের কোনো মিল নেই। তাই সেই বিষয়ে কথা বলে লাভ নেই। রাজ্য এগিয়ে যাচ্ছে, সরকার জনগণের উন্নয়নে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করছে।

এছাড়াও এদিন পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সম্পর্কেও মুখ খোলেন তিনি এদিন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বলেন, এসআইআর নতুন কিছু না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু সেই রাজ্যের জন্যে এত কাজ করেছেন তাহলে তিনি ভয় কেন পাচ্ছেন। তিনি জানেন, এবারের নির্বাচনে তিনি হারছেন, তাই তিনি ভয় পাচ্ছেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাঝেই অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত দুটি বসতঘর, ক্ষতির পরিমাণ ৩৫ লক্ষাধিক বলে দাবি

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: কমলপুর মহকুমার পশ্চিম কুচাই নালা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত দারাং গ্রাম-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডে সমীর দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়ির দুটি বসতঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

জানা যায়, গতরাতে ওই বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় হঠাৎই বাড়ির একাংশে আগুন দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির দুটি ঘরে।

স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হলেও ততক্ষণে দুটি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র, গৃহস্থালির সামগ্রী ও মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

বাড়ির মালিক সমীর দাসের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বজেপি ত্যাগ করে তিপরা মথায় যোগ ৯ জন নেতৃত্ব, সঙ্গে ৪১০০ ভোটারের সমর্থনের দাবি

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: মহারানী চেলাগাং এলাকা থেকে বিজেপি দল ত্যাগ করে মোট ৯ জন নেতৃত্ব তিপরা মথা দলে যোগদান করেছেন। নবাগত সদস্যদের দলে স্বাগত জানান মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা, রাজেশ্বর দেববর্মা সহ তিপরা মথার অন্যান্য নেতৃত্বরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তিপরা মথায় যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন মহারানী চেলাগাং এলাকা থেকে এডিসি নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পুরেন্দ্র রিয়াং, পাশাপাশি বিজেপির প্রাক্তন নেতা দয়াল জমাতিয়া, নবরঞ্জন জমাতিয়া, দেবানন্দ জমাতিয়া সহ মোট ৯ জন নেতৃত্ব। তিপরা মথা নেতৃত্বদের দাবি, নবাগত এই নেতৃত্বদের সঙ্গে প্রায় ৪১০০ জন ভোটারের সমর্থন রয়েছে, যা আসন্ন নির্বাচনে দলের সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি করবে বলে তারা আশাবাদী।

৪দিনব্যাপী ভগবান বিরসা মুন্ডা আন্তঃ জনজাতি হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আজ থেকে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ৪দিনব্যাপী ভগবান বিরসা মুন্ডা আন্তঃ জনজাতি হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এতে রাজ্যের ৮ জেলা থেকে ছাত্র ও ছাত্রীদের মোট ১৬টি দল অংশ নিয়েছে। এরমধ্যে বালক বিভাগে রয়েছে ৮টি দল ও বালিকা বিভাগে রয়েছে ৮টি দল। এর আগে মহকুমা ও জেলাস্তরে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আজ পতাকা উত্তোলন করে ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে. শশীকুমার। এরপর অতিথিগণ ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উদ্বোধনী ম্যাচে পশ্চিম জেলা বনাম সিপাহীজলা জেলা দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব কে. শশীকুমার বলেন, এই প্রতিযোগিতা শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এই প্রতিযোগিতা খেলোয়াড়দের মনে দেশপ্রেম ও একতা গড়ে তুলবে। তিনি বলেন, এর আগে মহকুমা ও জেলাস্তরে এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। আজ থেকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা শুরু হলো। খেলাধুলা ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। তিনি বলেন, খেলাধুলায় অংশ নেওয়া শুধু বিজয়ী হওয়া নয়, খেলাধুলা আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে শেখায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে খেলোয়াড়গণ মার্চপাস্টে অংশ নেয় ও শপথ গ্রহণ করে। উদ্বোধনী ম্যাচে বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলা দল ৪-০ গোলে সিপাহীজলা দলকে পরাজিত করে। খেলাটি পরিচালনা করেন রেফারি উৎপল চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা কেশব কর, যুগ্ম অধিকর্তা অভিজিৎ রিয়াং, যুগ্ম অধিকর্তা সুমিত্রা দেবনাথ সহ দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্রগুলির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: শিক্ষা অন্তহীন। প্রকৃত শিক্ষাই পারে জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে। তাই যে যত বেশি পড়াশোনা করবে সে তত বেশি সমৃদ্ধ হবে এবং সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ আগরতলার বাপুজী বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের নতুন ভবনের ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য বিদ্যালয়ের ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৬ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর এই বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ১৯৫৩ সালে যাত্রা শুরু করা বাপুজী বিদ্যামন্দির হাইস্কুল রাজ্যের একটি অন্যতম প্রাচীন বিদ্যালয়। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা বিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রদান করা হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স যুগে পড়াশোনার পদ্ধতি ও বিষয়সমূহ পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গতানুগতিক শিক্ষাদানের উর্ধে গিয়ে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের পাঠদানে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণামূলক পাঠদান শিক্ষার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত তৈরি করে। যা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে এবং সমাজে সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছিল সমস্ত পৃথিবীর কাছে জ্ঞান লাভের অন্যতম গন্তব্য। কিন্তু বিদেশী শক্তির প্রভাবে তা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্রগুলির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু সেই পথকেই বাস্তবায়িত করছে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, জ্ঞান চর্চার উত্তরাধিকার এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এই শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যেও নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত নিপুন ত্রিপুরা, বিদ্যাসেতু মডিউল, মিশন মুকুল, নিপুন কর্ণার, বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়, মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কার, সহর্ষ কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় ১৪০ জন ছাত্রীকে স্কুটি প্রদান, ৮৪টি বিদ্যালয়কে পিএম-শ্রী স্কুলে রূপান্তরিত করা, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১২টি বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে এবং ৮টি ৮টি বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত করা, ১ হাজার ৩৮৪টি বিদ্যালয়ে আইসিটি প্রকল্প চালু, ৪৩৫টিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ১,২১০টিতে স্মার্ট ক্লাস রুম, ৩৬৭টিতে টিংকারিং ল্যাব চালু করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বর্তমানে রাজ্যেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, এনআইটি, জাতীয় ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ সহ প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এইগুলিকে ভিত্তি করেই আগামী দিনে রাজ্যে শিক্ষার হাব গড়ে উঠবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে রাজ্যে একটি হেলথ ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র বিধায়ক দীপক মজুমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলার পুর নিগমের শহর দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ারপার্সন অভিজিৎ মৌলিক, মেয়র পারিষদ বাপী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য্য এবং শ্যামল কুমার দেব। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান তাপস ভট্টাচার্য্য।

টিএমসি হাসপাতালে মাত্র ১০ দিনের শিশুর জটিল অস্ত্রোপচার সফল, আশঙ্কামুক্ত নবজাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: মাত্র ১০ দিনের এক নবজাতক কন্যাশিশুর ওপর সফল জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হল আগরতলার টিএমসি হাসপাতাল-এ। বর্তমানে শিশুটি সম্পূর্ণভাবে আশঙ্কামুক্ত ও সুস্থ রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। শিশুটির মা জেবিন বেগম ও বাবা জাইনুল হক ইরানি কৈলাশহরের বাসিন্দা। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন জেবিন বেগম। তবে গর্ভকাল ছিল মাত্র সাত মাস। বাড়ি থেকে হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাস্তায় গাড়ির মধ্যেই প্রসব হয়। ডেলিভারির পর শিশুটিকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু বাবা-মা জিবি হাসপাতালে না নিয়ে শিশুটিকে আগরতলারই আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে জানানো হয়, শিশুটির ডান পায়ে পচন ধরেছে। দু'দিন পর সেখান থেকে শিশুটিকে শিলচর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখান থেকেও তাকে রেফার করা হয়।পরবর্তীতে বাবা-মা কৈলাশহরে এক শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। সেখান থেকে শিশুটিকে রেফার করা হয় শিশুশল্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. অনিরুদ্ধ বসাক-এর কাছে। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, শিশুটির বয়স যখন মাত্র পাঁচ দিন, তখন তাকে টিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডা. বসাক জানান, শিশুটির ডান পায়ে মারাত্মক সংক্রমণ (পচন) দেখা দিয়েছে। দ্রুত অস্ত্রোপচার না করলে সেই সংক্রমণ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়।

কাজ ফিরে পেতে মৃত্যু পর্যন্ত আন্দোলনের হুশিয়ারি হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আন্দোলন করতে করতে প্রয়োজনে লাশ হয়ে পড়বে বলে জানালেন মহিলা আন্দোলনকারীরা। হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের সাহায্যকারী হিসাবে অস্থায়ীভাবে কাজ করতো মহিলারা। কিন্তু গত দুই মাস আগে তাদেরকে কাজ থেকে ছাটাই করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাদের সংসারে রুজি-রুটির একমাত্র সম্বল ছিল হাসপাতালের এই কাজটি। গত দুই মাস আগে হাসপাতালের কাজ থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই মহিলারা ব্যাপক আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন এবং এ নিয়ে একাধিক বার তারা আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তাদের দাবি মানেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ দুপুরে আবারো ছাটাই হয়ে যাওয়া মহিলারা হাসপাতালের সামনে প্লেকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভের শামিল হয়। তাদের এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমতলী থানার পুলিশ। মহিলা আন্দোলনকারীরা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন হাসপাতালের কাজ থেকে ছাটাই হওয়ার পর তারা আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটাই বেকায়দায় পড়েছেন। তাদের সংসার প্রতিপালন করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে।

তাদের অভিযোগ দীর্ঘ অনেক বছর একটানা এই হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে রোগীদের সেবা করার কাজ করে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ তাদেরকে কেন এভাবে কাছ থেকে ছাটাই করা হলো। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবি তাদের সবাইকে আবার কাজের যোগদান করার ব্যবস্থা করা হোক। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তারা এদিন আরো জানিয়েছেন প্রয়োজনে তারা আন্দোলন করতে করতে মৃত্যুবরণ করতেও রাজি আছেন।

আইনজীবীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, আদালতের কাজ বয়কটের ডাক বার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ জানুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে একজন আইনজীবীর সঙ্গে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দুর্ব্যবহার ও হুমকির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিচার বিভাগীয় মহলে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব -এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবিতে সোমবার, ১২ জানুয়ারি থেকে সাব্রুম এসবিএম কোর্টে মামলা ও দলিল সংক্রান্ত সমস্ত কাজ বয়কটের ডাক দিয়েছে সাব্রুম বার অ্যাসোসিয়েশন।ঘটনাটি ঘটে গত ৭ জানুয়ারি।

অভিযোগকারী আইনজীবী তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি রতন নাথ জানান, বিএমএস- এর ১২৬ ধারার মামলার শুনানিকালে ওই ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন এবং প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এর প্রতিবাদে রতন নাথ ইতিমধ্যেই সাব্রুম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পাশাপাশি, ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে তিনি জেলাশাসক থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্য সচিব পর্যন্ত লিখিত অভিযোগপত্র পাঠিয়েছেন। শুক্রবার বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুধন মজুমদার ও সম্পাদক আপন দত্ত এক জরুরি সভায় জানান, যতক্ষণ না এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার হচ্ছে, ততক্ষণ আইনজীবীরা মহকুমা শাসকের আদালতে কোনো কাজ করবেন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যের আইনজীবী মহলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

তিপরা মথার পার্টি অফিসের সামনে প্রচারসজ্জায় অগ্নিসংযোগ, উত্তেজনা চড়িলাম উত্তর মুড়া এলাকায়

বিশালগড়, ৯ জানুয়ারি: চড়িলাম উত্তর মুড়া এলাকায় তিপরা মথা দলের পার্টি অফিসের সামনে দলীয় প্রচারসজ্জায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

শুক্রবার সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান, পার্টি অফিসের সামনে টাঙানো দলীয় পতাকায় আগুন লাগানো হয়েছে এবং অফিসের সামনে থাকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মনের ফ্লেক্স ছিড়ে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা থেকে দলীয় পতাকা খুলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

এই ঘটনা নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিপরা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং এর জন্য সিপিআই(এম) দলের নয়জন কর্মী দায়ী। বিষয়টি নিয়ে তিপরা মথা দলের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা চড়িলাম উত্তর মুড়া এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ নজরদারি বাড়িয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৈলাসহরে একের পর এক বড় চুরি অধরা, ছাগল চুরির ঘটনায় পুনর্গঠন সম্পন্ন, প্রশাসনের তৎপরতা ঘিরে প্রশ্ন

কৈলাসহর, ৯ জানুয়ারি: কৈলাসহর শহরে একের পর এক বড় ধরনের চুরি, অপরাধমূলক ঘটনা ও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগে যখন সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত, ঠিক সেই সময়ে একটি ছাগল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শুক্রবার সকালে সমরুরপার এলাকায় জনতার হাতে আটক হওয়া এক ছাগল চোরকে নিয়ে ঘটনাস্থলেই পুনর্গঠন (রিকনস্ট্রাকশন) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রশাসন। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, থানার ওসি, তদন্তকারী অফিসার ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত সাকির আলি কীভাবে ছাগল চুরি করেছিল, তা স্বচক্ষে দেখানো হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, যেখানে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত বড় চুরি, দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ড ও রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অপরাধগুলির অনেকটাই এখনও "তদন্তাধীন" অবস্থায় রয়েছে, সেখানে একটি ছাগল চুরির ঘটনায় এত দ্রুত ও উচ্চপর্যায়ের তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। উল্লেখ্য, ১ দিন আগেও কৈলাসহরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে প্রশাসনের হাতে এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এদিকে জনতার মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া অভিযুক্তকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ঘটনার পুনর্গঠন করা হয়েছে। ফলে স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, ছাগল চুরির ঘটনায় জড়িত বাকি দুই অভিযুক্তকেও খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। তবে শহরবাসীর একাংশের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছেবড় মাপের চুরি ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও কবে এই ধরনের তৎপরতা দেখা যাবে।

ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা জেলাশাসকের

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: উত্তর ত্রিপুরা জেলার নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক চাঁন্দনী চন্দ্রনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক দেবযানি চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, জেলাশাসক কার্য্যালয়ের ডিসি সোমা সাহা সহ বিজেপি, সিপিআই (এম), আইএনসি, এআইটিসি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অঙ্গন

অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে তৃতীয় রাউন্ডে আজ থেকে আটটি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা সম্পন্ন। আগামীকাল, শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা। আগের মতই আগামীকাল থেকে রাজ্য জুড়ে আটটি মাঠে আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ্ব ১৮ বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬। ইতোমধ্যে সম্পন্ন হওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শেষে গ্রুপ এ তে পোলস্টার ইনিংস সহ ১৪ রানের ব্যবধানে জিলানিয়াকে এবং ওপিসি ইনিংস সহ ৪৮ রানের ব্যবধানে সাব্রুমকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে সাব্রুম - জিরানিয়ার ম্যাচ শুরু হবে উদয়পুরে এবং পোলস্টার ওপিসি-র ম্যাচ শুরু হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে।

একইভাবে গ্রুপ বি থেকে কসমোপলিটন ১৯৫ রানের ব্যবধানে লংতরাই ভ্যালিকে এবং বিসিসি ইনিংস সহ ৭১৪ রানের বিশাল ব্যবধানে কাঞ্চনপুর কে পরাজিত করেছে। গ্রুপ সি তে গন্ডাছড়া ইনিংস সহ ২৫ রানে হার্ভে ক্লাবকে এবং মোহনপুর ইনিংস সহ ৭৭ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে মোহনপুর ও গন্ডাছড়া পরস্পরের বিরুদ্ধে নীপকো গ্রাউন্ডে খেলবে। গ্রুপ ডি তে কমলপুর ৮ উইকেটের ব্যবধানে খোয়াই কে এবং উদয়পুর ৭৯ রানের ব্যবধানে ধর্মনগর কে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কমলপুর ও উদয়পুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে।

গ্রুপ ই-তে তেলিয়ামুড়া ৩৮ রানের ব্যবধানে সোনামুড়া কে এবং অমরপুর ১১ রানের ব্যবধানে সংহতি ক্লাব কে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সংহতি ও সোনামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এদিকে, গ্রুপ এফ-এ বিশালগড় ৩ উইকেটের ব্যবধানে ব্লাড মাউথ ক্লাব কে এবং চলমান সংঘ ১৪৭ রানের ব্যবধানে শান্তিরবাজারকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে চলমান সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মাঠে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। গ্রুপ জি-তে ফুলিঙ্গ ক্লাব ১১ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ইনিংস সহ ২২৫ রানের ব্যবধানে আমবাসা কে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে রানীরবাজার মাঠে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। গ্রুপ এইচ-এ জেসিসি ইনিংস সহ ৬৬ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘ কে এবং কৈলাসহর ৭ উইকেটের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাব কে পরাজিত করেছে। আগামীকাল থেকে ধর্মনগরে কৈলাশহর ও শতদল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপে ত্রিপুরার জয়জয়কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অল ইন্ডিয়া মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার জয়জয়কার।

রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী এথলেটেরা সাতটি স্বর্ণপদক সহ নয়টি পদক জিতে বেশ সাফল্যের নজির রেখেছেন।

ত্রিপুরার বরিষ্ঠ অ্যাথলেট এবং সাঁতারু আশিস কর ৬০ ও ততোর্ধ বয়স বিভাগে মাস্টার্স সুইমিং প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে অংশ নিয়ে তিনটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। আরও একজন বরিষ্ঠ অ্যাথলেট প্রিয় লাল সাহা ৫৭ ও ততোর্ধ বয়স বিভাগে লং জাম্প, হাই জাম্প এবং ট্রিপল জাম্প - তিনটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জিতেছেন। এছাড়া, ত্রিপুরার অ্যাথলেট মালু মিয়া ৩৫ ও ততোর্ধ বয়স বিভাগে লং জাম্প ইভেন্টে স্বর্ণপদক, ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রৌপ্য পদক এবং শট পুট-এ তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। উল্লেখ্য, ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হায়দ্রাবাদে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬ বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। সারা দেশ থেকে বিশেষ করে ওড়িশা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি থেকে প্রচুর সংখ্যক অ্যাথলেট হায়দ্রাবাদের গাছিবাউলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছেন। ৭ ও ৮ জানুয়ারি ওই স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২টি ইভেন্টের উপর একমাস ব্যাপী এই অল ইন্ডিয়া মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতা ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে, বৃহস্পতিবারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ত্রিপুরা থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দল তথা মাস্টার্স স্পোর্টস উইং-এর পক্ষ থেকে অল ইন্ডিয়া মাস্টার্স স্পোর্টস অর্গানাইজেশনের কাছে আগামী দিনে সর্বভারতীয় এই টুর্নামেন্টের দুই-তিনটি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা ত্রিপুরায় আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সর্ব ভারতীয় ফেডারেশনের বৈঠকে তা অনুমোদনের জন্য তোলা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

নিজের বোর্ডকে দু'বার ভাবতে বললেন তামিম! মুস্তাফিজুর-বিশ্বকাপ বিতর্কে প্রথম মুখ খুললেন বাংলাদেশের কোনও ক্রিকেটার

প্রত্যাশামতোই আবার আইসিসি-কে চিঠি পাঠাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না তারা। একই দিনে সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হয়ে দলের ক্রিকেটার তামিম ইকবাল জানিয়েছেন, বিসিবি যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে নেওয়া উচিত। কারণ এর সঙ্গে দেশের স্বার্থ জড়িয়ে।

বুধবার বিসিবি-র কর্তাদের সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বৈঠকের পরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকবে বিসিবি। এ দিন সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বিসিবি-র এক সূত্র বলেছেন, "ক্রীড়া মন্ত্রকের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠকের পর বিসিবি আবার একটি চিঠি পাঠিয়েছে আইসিসি-কে। নিরাপত্তা নিয়ে বিসিবি যে যে সমস্যার কথা বলেছিল, তার বিস্তারিত জানতে চেয়েছিল আইসিসি। সেটারই উত্তর দেওয়া হয়েছে।" চিঠিতে কী লেখা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি ওই কর্তা।

তবে তামিম চান, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হলেই ভাল। তিনি বিশ্বকাপের অংশগ্রহণ নিয়ে অহেতুক জলঘোলা চাইছেন না। জিয়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ট্রফি উন্মোচনে এসে তামিম বলেছেন, "আমি বিসিবি-র সঙ্গে যুক্ত নই। বাকিদের মতো সংবাদমাধ্যমে থেকেই বিষয়টা জেনেছি। তাই এ বিষয়ে আমার কথা বলা শোভা পায় না। আমার মতে, বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থ, ভবিষ্যৎ এবং বাকি সব কিছু মাথায় রেখেই যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয় উচিত। কথাবার্তার মাধ্যমে সমস্যা মেটানো গেলে তার চেয়ে ভাল কিছু হয় না।"

তামিমের মতে, বিষয়টি স্পর্শকাতর। তাই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করার আগে বিসিবি কর্তাদের উচিত নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সঠিক রাস্তা খুঁজে বার করা। যে হেতু বিসিবি-র বেশির ভাগ টাকাই আসে আইসিসি-র থেকে, তাই যে কোনও সিদ্ধান্তের আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটের স্বার্থ মাথায় রাখা দরকার বলে মনে করেন তামিম।

ওপেনারের কথায়, "আমি যদি থাকতাম তা হলে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করার আগে নিজেদের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতাম। কারণ এটা স্পর্শকাতর বিষয়। আপনি প্রকাশ্যে কোনও কথা বললে সেটা ঠিকই হোক বা ভুল, তা থেকে পিছিয়ে আসা মুশকিল। সকলের আগে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে রাখা উচিত। আমাদের বোর্ডের ৯০-৯৫ শতাংশ অর্থ আসে আইসিসি থেকে। তাই সেটা ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।"

বাংলাদেশের দর্শকদের ক্ষোভের বিষয়টি দূরে সরিয়ে রেখে বিসিবি কর্তাদের সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন তামিম। তাঁর কথায়, "দর্শকেরা আবেগের বশে অনেক কিছু বলে ফেলেন। সব কিছু নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তা হলে এত বড় সংস্থা চালাতে পারবেন না। কারণ আপনার আজকের সিদ্ধান্ত আগামী ১০ বছর পর কী প্রভাব ফেলবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য এবং ক্রিকেটারদের জন্য কোনটা ভাল হবে, সব চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।"

কোমায় চলে যাওয়ার আট দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরলেন মার্টিন, 'অলৌকিক' বলছেন প্রাক্তন সতীর্থেরা

সুস্থ হওয়ার খবর আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এ বার হাসপাতাল থেকেও ছাড়া পেলেন ড্যামিয়েন মার্টিন। তিনি বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। কোমায় চলে গিয়েও আট দিনের মধ্যে যে এ ভাবে বাড়ি ফিরতে পারবেন, তা ভাবতে পারেননি কেউই। মার্টিনের সতীর্থেরা বলছেন, এই ঘটনা 'অলৌকিক'।

গত ৩১ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার মার্টিনকে। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি কোমায় চলে গিয়েছিলেন। ৪ জানুয়ারি কোমা থেকে বেরোন। সাধারণ বেডে দেওয়া হয় তাঁকে। তার চার দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি।

সেই খবরও দিয়েছেন প্রাক্তন সতীর্থ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। অ্যাশেজের ধারাভাষ্য দেওয়ার ফাঁকে তিনি বলেন, "দুর্দান্ত খবর হল ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য ওকে আরও কিছুটা পথ পেরোতে হবে। তবে বাড়ি ফিরেছে এই খবরটাই খুব খুশি করেছে আমাকে। সমর্থন এবং শুভকামনার জন্য ওর পরিবারও কৃতজ্ঞ।"

সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন মার্টিনের আর এক প্রাক্তন সতীর্থও মার্ক ওয়ও। তিনি বলেন, "সত্যি অলৌকিক একটা ঘটনা, তাই না? আইসিইউতে ভর্তি থাকার সময় ওকে দেখে খারাপ লেগেছিল।"

মার্টিনের চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়ে গিলক্রিস্ট বলেন, "চিকিৎসকেরা আমাকে জানিয়েছেন, অ্যাম্বুল্যান্সে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মার্টিনকে দেখামাত্রই চিকিৎসা শুরু করে দেন। এর থেকে নিখুঁত ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না। ফলে সংক্রমণ অঙ্কুরেই নষ্ট করা গিয়েছে। এখনও কিছুটা যাত্রা বাকি। তবে যে খবর পেয়েছি সেটা আরও ভাল।"

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭ টেস্টে ৪৪০৬ রান করেছেন মার্টিন। ২০৮ এক দিনের ম্যাচে করেছেন ৫৩৪৬ রান। টেস্ট ও এক দিনের ম্যাচ মিলিয়ে মোট ১৮ শতরান করেছেন ৫৪ বছর বয়সি এই ব্যাটার। দুই ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪টি উইকেটও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ২০০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা ছিল মার্টিনের। ফাইনালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতের বিরুদ্ধে ৮৮ রান করেছিলেন এই ডানহাতি ব্যাটার। ২০০৬ সালে ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় দেখা যেত তাঁকে। তবে গত কয়েক বছরে তা-ও কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

খেলতে খেলতেই হৃদরোগ, মাঠে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হল রনজি ক্রিকেটারের

মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে ম্যাচ খেলেছেন। তারপর আচমকা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মিজোরামের তারকা ক্রিকেটার কে লালরেমরুয়াতা। নিজের রাজ্য দলের হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছেন তিনি। প্রতিনিধিত্ব করেছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে থেমে গেল তাঁর জীবন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার আইজলে ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন লালরেমরুয়াতা। খেলা চলাকালীন তিনি আচমকাই লুটিয়ে পড়েন। পরে বোঝা যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই লালরেমরুয়াতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে মিজোরাম ক্রিকেটে শোকের ছায়া। দুঃখপ্রকাশ করে মিজোরাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

লালরেমরুয়াতা দীর্ঘদিন ধরে মিজোরাম ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত। দু'বার রাজ্য দলের হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছেন।

বিরসা মুন্ডা রাজ্য ফুটবল শুরু পশ্চিম জেলা দল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলা মহিলা ফুটবল টিম সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বিকেল ৪টায় মেয়েদের বিভাগে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে পশ্চিম জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ৯ ও ১৬ মিনিটের মাথায় বিন্দা জমাতিয়ার পর পর দুই গোল এবং ২৯ মিনিটের মাথায় হামারি মলসুমের গোলে পশ্চিম জেলা দলের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ৫২ মিনিটের মাথায় চশমিতা দেববর্মার গোলে ব্যবধান বেড়ে ৪-০ হয়। পক্ষান্তরে সিপাহীজলা জেলা দলের ফুটবলাররা গোল পরিশোধের তেমন সুযোগ করতে পারেনি। সন্ধ্যায় খবর লেখা কালীন সময়ে ছেলেদের বিভাগে পশ্চিম জেলা ও দক্ষিণ জেলা দল পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। উল্লেখ্য, রাজ্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত ভগবান বিরসা মুন্ডা রাজ্যভিত্তিক আন্তঃ হোস্টেল ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ, শুক্রবার থেকে রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। এতে রাজ্যের আটটি জেলা দল পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে অংশ নিয়েছে। নকআউট ভিত্তিক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে আজ ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগে একটি করে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের অবশিষ্ট আটটি ম্যাচ আগামীকাল, শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। ১১ই জানুয়ারি, রবিবার উভয় বিভাগের দুটি করে সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১২ জানুয়ারি হবে উভয় বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ। সেই সঙ্গে ওই দিন তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচও হবে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন, রানার্স এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে ট্রফি ও প্রাইজমানি সহ ব্যক্তিগত একাধিক বিভাগে পুরস্কার রয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষেই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

বিশ্বকাপ নয়, মেসি ভাবছেন অবসর নিয়ে! ফুটবলকে বিদায়ের পরিকল্পনা করে ফেলেছেন মহাতারকা

অধরা বিশ্বকাপ জিতে গিয়েছেন। এবার কি ফুটবল কেরিয়ারে ইতি? নাকি 'লাস্ট ডান্স'-এর বিশ্বকাপে আরও একবার ট্রফি জেতার লক্ষ্যে নামবেন? যাবতীয় ধোঁয়াশা রয়েছে লিওনেল মেসিকে ঘিরে। বিশ্বকাপ শুরু হতে কয়েক মাস মাত্র বাকি। কিন্তু আর্জেন্টাইন মহাতারকা এখনও খোলসা করে বলেননি, আগামী বিশ্বকাপে তিনি আদৌ খেলবেন কিনা। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। একটা সময়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে ফেলা মেসি বিশ্বকাপ জেতার পরেও পুরোদমে ফুটবল খেলা চালিয়ে গিয়েছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে একগুচ্ছ গোল করেছেন। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে মেসি স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। প্রশ্ন উঠলে আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছেন, শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। দেশের জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার মতো অবস্থা রয়েছে কিনা সেটাও বিবেচনা করতে চান মেসি। বিশ্বকাপে খেলার সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও অবসর জীবনের প্ল্যান করে ফেলেছেন এলএমটেন। প্রাণপ্রিয় ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন মেসি? যা প্ল্যান, তাতে মাঠে না নামলেও ফুটবল থেকে দূরে থাকবেন না আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

তিন দিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজধানীর শহর দক্ষিণাঞ্চলের উত্তর বাধারঘাটের স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে বীর সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ-এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যুব সংবর্ধনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আয়োজন আগামীকাল (শনিবার) শুরু হচ্ছে। ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে নানা কর্মসূচি ও প্রতিযোগিতা। শেষ দিনে ১২ জানুয়ারি এলাকার যুবাদের সংবর্ধনা দেয়া হবে।

২ জানুয়ারি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের নানা কর্মসূচি চলছে। ইতিমধ্যে উন্মুক্ত প্রাইজমানি দাবা, বসে আঁকো সহ ক্লাব সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট হয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী কমিটির কনভেনার প্রশান্ত ভৌমিক জানান, 'আগামীকাল (শনিবার) সকাল সাড়ে আটটায় পতাকা উত্তোলন হবে। পরে বেলা আড়াইটায় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। সবশেষে হবে নৃত্য প্রতিযোগিতা। ১১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির হবে। এতে অশ্বিনী নেত্রালয়-এর বিশেষ সহযোগিতায় চোখের শিবির হবে। সাথে থাকবে জেনারেল চেকআপ ও শিশুদের চিকিৎসা করানোর সুযোগ থাকবে। দুপুর ২টায় হবে যোগা প্রতিযোগিতা ও পরে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে। ১২ জানুয়ারি যুবা সংবর্ধনা ও যেমন খুশী সাজো প্রতিযোগিতা হবে। সন্ধ্যায় সব শেষে হবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বোর্ডের বারণ, তবু বিজয় হজারের ম্যাচে ১০ ওভার বল করলেন হার্দিক, শাস্তির কবলে পড়তে পারেন পাণ্ড্য

বৃহস্পতিবার বিজয় হজারের ম্যাচে নজর কেড়ে নিয়েছে হার্দিক পাণ্ড্যের ব্যাট। তবে আলোচনা চলছে তাঁর বোলিং নিয়েও। এ দিন হার্দিক পুরো ১০ ওভারই বল করেছেন। অথচ কিছু দিন আগেই বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছিল, হার্দিক এখনও ১০ ওভার বল করার ছাড়পত্র পাননি। এখন প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি বোর্ডের চিকিৎসকদের নির্দেশ ভেঙেছেন হার্দিক? না কি নিজে কতটা ফিট সেটা দেখানোর জন্যই ১০ ওভার বল করার ঝুঁকি নিলেন?

কিছু দিন আগেই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দল ঘোষণা করা হয়। প্রত্যাশামতোই সেই দলে জায়গা পাননি হার্দিক। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং বিশ্বকাপের দলে থাকায় হার্দিকের উপর অতিরিক্ত চাপ দিতে চায়নি বোর্ড। বলা হয়েছিল, বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে থাকা চিকিৎসকদের তরফে পুরো ১০ ওভার বল করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি হার্দিককে। তাই ধকল নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁকে এক দিনের দলে রাখা হয়নি।

অথচ এ দিন বিজয় হজারেতে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সকলের আগে বল করতে আসেন বড়োদরার হার্দিক। বিপক্ষের প্রথম উইকেটও তিনিই নেন। আউট করেন অর্জুন আজাদকে। দলের সফলতম বোলার তিনিই। ১০ ওভার বল করে ৬৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। বড়োদরার আর কেউ ১০ ওভার বল করেননি।

তা হলে কি হার্দিক ১০ ওভার বল করার জন্য সুস্থ হয়ে গিয়েছেন? এখনও পর্যন্ত বোর্ডের তরফে কোনও ঘোষণা হয়নি। তা হলে কি বোর্ডের নির্দেশ পৌঁছয়নি বড়োদরা দলের কাছে? নানা প্রশ্ন উঠছে। তবে বল করার সময় হার্দিককে একটুও অস্বস্তিতে দেখা যায়নি। বেশ হাসিমুখেই ১০টি ওভার করেছেন তিনি। এ দিন দল জিতলেও নেট রান রেটে বিদর্ভের থেকে পিছিয়ে থাকায় ছিটকে গিয়েছে।

তার আগে অবশ্য ব্যাট হাতে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন অলরাউন্ডার। ১৯ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৩১ বলে ৭৫ রান করে আউট হন। ৯টি ছয় এবং ২টি চার মারেন হার্দিক। ২৪০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেন তিনি। কিছু দিন আগে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ৬৮ বলে শতরান করেছিলেন হার্দিক।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও প্রথম তিন টি-টোয়েন্টিতে নেই তিলক, চার ক্রিকেটারকে ছাড়াই ভারতীয় দল পৌঁছোল বড়োদরায়

নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগেই ধাক্কা খেল ভারত। প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিলক বর্মা। তাঁর তলপেটে অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেরে উঠতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। এ দিন এক বিবৃতিতে ভারতীয় বোর্ড (বিসিসিআই) এ কথা জানিয়েছে। এখনও কোনও পরিবর্ত ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা হয়নি। এ দিনই এক দিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটার পৌঁছে গেলেন বড়োদরায়।

বুধবার তলপেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় রাজকোটের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তিলককে। বিভিন্ন স্ক্যান করার পর সেই রিপোর্ট পাঠানো হয় বোর্ডের চিকিৎসকদের। তাঁদের পরামর্শেই বৃহস্পতিবার সকালে অস্ত্রোপচার হয়। 'টেস্টিকুলার টরশন'-এর কারণে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অণ্ডকোষে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার না করলে অণ্ডকোষ বাঁচানো সম্ভব নয়। সে কারণেই দ্রুত অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তিলকের। বোর্ড জানিয়েছে, এখন তিলক স্থিতিশীল। শুক্রবার রাজকোট থেকে হায়দরাবাদে ফিরবেন। সব উপসর্গ মিলিয়ে গেলে তিনি রিহ্যাব শুরু করবেন। ঝুঁকি না নিয়ে প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁকে খেলানো হবে না। এর পর ধীরে ধীরে দক্ষতাবৃদ্ধির অনুশীলন করবেন তিনি। তাতে চিকিৎসকেরা সন্তুষ্ট হলে ক্রিকেটে ফেরানো হতে পারে। এ দিকে, শ্রেয়স আয়ার, ঋষভ পন্থ, মহম্মদ সিরাজ এবং রবীন্দ্র জাডেজা ছাড়া এক দিনের দলে থাকা বাকি ক্রিকেটারেরা পৌঁছে গিয়েছেন বড়োদরায়। এই চার ক্রিকেটারই রাজ্য দলের হয়ে বিজয় হজারে ট্রফিতে খেলছেন। সকলের ৭ জানুয়ারি পৌঁছোনোর কথা ছিল। তবে রাজ্য দলের হয়ে খেলার কারণে একটু দেরিতে পৌঁছোবেন। শুক্রবার সকলের পৌঁছোনোর কথা। সে দিনই বিকেলে অনুশীলনে নামতে পারে ভারত।

ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে কথাই বলব না! পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন বাংলাদেশ বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম

নিরাপত্তার কারণে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না আসার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়েছে বাংলাদেশ। এ বার সে দেশের বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এ বিষয়ে ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে কোনও কথাই বলবেন না তাঁরা। যা আলোচনা সব হবে আইসিসি-র সঙ্গেই। যে হেতু বিশ্বকাপ আইসিসি-ই আয়োজন করে।

সোমবার আমিনুল বলেছেন, "আপনারা জানেন যে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে দু'বার বৈঠক করেছি। এই মুহূর্তে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই আইসিসি-কে চিঠি পাঠিয়েছি আমরা। পরিষ্কার যা বলার বলে দিয়েছি।"

আমিনুলের সংযোজন, "আমাদের কাছে নিরাপত্তাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বিষয়। আইসিসি-কে সেই বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ করেই চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমরা চাই আইসিসি দ্রুত আমাদের সঙ্গে বৈঠক করুক যাতে সামনাসামনি নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারি।"

আমিনুলের মতে, ভারত স্রেফ আয়োজক দেশ। তাদের সঙ্গে কথা বলার অর্থ নেই। তিনি বলেছেন, "আইসিসি কী উত্তর দেয় তার উপর আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে। জানি না আইসিসি কী বলবে। তবে যে দাবি জানিয়েছি তা নিয়মের মধ্যেই পড়ে। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কথা বলব না। কারণ এটা আইসিসি-র প্রতিযোগিতা। তাই ওদের সঙ্গেই কথা বলব।"

ভবিষ্যতে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে এই সম্পর্কের প্রভাব পড়বে কি না, তা নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নন আমিনুল। তাঁর মতে, যথেষ্ট সময় রয়েছে হাতে।

বিসিবি সভাপতি বলেছেন, "দেখুন, বিশ্বকাপই হোক বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ একটা ব্যাপার। আর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা আর একটা ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বকাপের নিরাপত্তা নিয়েই ভাবছি।"

কলকাতা তাদের দল থেকে মুস্তাফিজুর রহমানকে থেকে বাদ দেওয়ার পরে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সে দেশের মন্ত্রক। এ বিষয়ে আমিনুল বলেছেন, "ওটা ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট। সেই প্রতিযোগিতা দেখাবে কি না, সেটা তো আমাদের সরকারের ব্যাপার। যে হেতু দেশের তথ্যমন্ত্রক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই আমাদের কিছু বলার নেই। তবে সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করছি।'

ডোপ পরীক্ষায় ডুবলেন জোরে বোলার!

ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা সোমবারই ১৪ জন ক্রিকেটার-সহ ৩৪৭ জন খেলোয়াড়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। বছরের যে কোনও সময় যাঁদের ডোপ পরীক্ষার জন্য ডাকা হতে পারে। তার পরই দেশের এক ক্রিকেটার ধরা পড়ে গেলেন ডোপ পরীক্ষায়। তাঁর তিনটি আলাদা নমুনা পরীক্ষার ফলেই নিষিদ্ধ ড্রাগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের জোরে বোলার রাজন কুমারের নমুনা পরীক্ষার পরে নিষিদ্ধ ড্রাগের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। সোমবার বিকালে রাজনের ডোপ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছেন নাডা কর্তৃপক্ষ।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 09-01-2026, 23:29

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বদলে যাবে: সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বদলে যাবে। বিজেপির কার্য্যকর্তারা পশ্চিমবঙ্গে জমিনে নেমেছেন, এবারে তৃণমূলকে পালানোর সুযোগও দেওয়া হবে না। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্র আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিজেপিতে যোগাদান সভায় একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সাংসদের হাত ধরে বিপুল সংখ্যক জনগণ বিজেপিতে যোগদান করেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিজেপির এই যোগদান সভা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অনুমতি চাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কোথাও অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটি জমিনে সভা করার অনুমতি পাওয়া যায়। তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বলেন, এবার বিজেপি কার্য্যকর্তাদের জমিনে নামানো হয়েছে। এটাই তিনি চাইতেন। ভারতের বেশিরভাগ জনগণ কৃষক। জমির সাথে তাদের আত্মিক যোগ রয়েছে। এবার তাদের সেই জমিতেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারের তৃণমূল কংগ্রেসকে আর পালাবার সুযোগও দেওয়া হবে না। মানুষ যখন জমিতে নামে তখন সেই সরকারকে বাঁচার আর কোন উপায় দেওয়া হয় না। কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তৃণমূলকে পালাবার সুযোগও দেওয়া হবে না।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কাছে সবকিছু রয়েছে। কিন্তু সেটি রেভিনিউ হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আসে না। সরাসরি সেগুলো তৃণমূলের নেতাদের কাছে পৌঁছে যায়। সেই কারণেই রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে, সেই টাকা বাজেটের মাধ্যমে পুনরায় সাধারণের উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হবে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বদলে যাবে। বাংলা থেকে তৃণমূলকে বিতারিত করার এই লড়াই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লড়াই বলেও এদিন দাবি করলেন সাংসদ।

হামলার পরও অধরা অভিযুক্তরা, আতঙ্কে আক্রান্ত পরিবার, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ জানুয়ারি: নতুন বছরের শুরুতেই সাব্রুমের থাইবুং এলাকায় ঘটে যাওয়া নৃশংস হামলার ঘটনায় এখনো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে আক্রান্ত হৃদয় দাসের পরিবার। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর(ডা.) মানিক সাহার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেন গুরুতর আহত হৃদয় ও তার পরিবার।

গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে প্রবীর দাস ও অপু দাসের পাশবিক হামলায় আধমরা হয়ে বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন হৃদয়। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হলো, ঘটনার বেশ কয়েক দিন পার হয়ে গেলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনো অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। বর্তমানে অভিযুক্তরা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ।

আক্রান্তের পরিবারের দাবি, অভিযুক্তদের কাকা সুভাষ দাস প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলছেন 'আগেও মেরেছি, আবারো মারব, কেউ আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না।' এই লাগাতার হুমকিতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সহায়-সম্বলহীন পরিবারটি।

বর্তমানে পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে শেষমেশ রাজ্যের অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন হৃদয়। তার কাতর আবেদন, 'আমরা বাঁচতে চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।' এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের হস্তক্ষেপে অভিযুক্তরা শ্রীঘরে যায় কি না।

প্রশাসনিক ও শিল্প ক্ষেত্রে সংস্কার

মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বিহার সফরে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: প্রশাসনিক ও শিল্প ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সফল সংস্কারমূলক পদক্ষেপে গবেষণা ও উপলব্ধি গ্রহণ করতে বিহার সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সারা দেশে ব্যবসার সুবিধার্থে শিল্পবান্ধব প্রশাসন তৈরী করার লক্ষ্যে বিহার সরকার ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিহারে একটি বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য। তাই গতকাল ত্রিপুরার মুখ্য সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সেখানে যায়। বিহারের মুখ্য সচিব প্রত্যায়া অমৃত এর নেতৃত্বে সেখানে গতকাল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় রাজ্যের মুখ্য সচিব এবিষয়ে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময় উভয় রাজ্যের উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

বৈঠকে "ত্রিপুরা মডেল" এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে ত্রিপুরার প্রশাসনিক সংস্কার, সরলীকৃত নীতি ও ব্যবসার সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানিক যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে ইত্যাদি গুরুত্ব পায়।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার ক্যাবিনেট অনুমোদিত টাস্ক ফোর্সের ডিরেগুলেশন কমপ্লায়েন্স রিডাকশন ১.০ উদ্যোগ দেশের মধ্যে সেরা বলে গণ্য হয়। এই উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সিঙ্গেল উইন্ডো অনুমতির ব্যবস্থা, অনলাইন অনুমোদনের ব্যবস্থা এবং জমি ও শ্রম সংক্রান্ত আইনে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, কেন্দ্রীয় পরিদর্শন ব্যবস্থা, জল, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অনুমোদন ইত্যাদি।

আলোচনাকালে ত্রিপুরার প্রতিনিধিগণ কিভাবে বিনিয়োগকারীদের আকর্ষিত করতে বিভিন্ন পুরনো নিয়ম নীতি ও জটিল আইনকে সহজ করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিহার সরকারও তাদের শিল্প ক্ষেত্রকে আরও বিনিময়কারী ও স্বচ্ছ করতে ত্রিপুরার মডেল গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

প্রসেনজিত সরকার মৃত্যু মামলা: পাঁচ অভিযুক্তের জামিন নাকচ

ধর্মনগর, ৯ জানুয়ারি: ধর্মনগরে ব্লুডার্ট কুরিয়ার সংস্থার ডেলিভারি বয় প্রসেনজিত সরকার মৃত্যু মামলায় পাঁচ অভিযুক্তের জামিন আবেদন খারিজ করেছে আদালত। তদন্তকারী অফিসারের জমা দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালত মামলায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার ধারা সংযোজনের নির্দেশ দিয়েছে।

একই সঙ্গে আদালত অভিযুক্ত পাঁচজনকে আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রসেনজিত সরকারের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তদন্ত চলাকালীন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসায় তদন্তকারী সংস্থা মামলার ধারায় পরিবর্তনের আবেদন জানায়। আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ জারি করেছে।

অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইন পরিদর্শনে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: শুক্রবার সকালে অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইন পরিদর্শনে যান রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর। পরিদর্শনকালে তিনি পুলিশ আবাসনের সামগ্রিক পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি পুলিশ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিদ্যমান সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। এরপর পুলিশ লাইনে থাকা বিভিন্ন থানার জন্য সদ্য আনা নতুন আরটিকা গাড়িগুলিও তিনি পরিদর্শন করেন। জানানো হয়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই গাড়িগুলি বিভিন্ন থানায় হস্তান্তর করা হবে। পরবর্তীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক জানান, পুলিশ হাসপাতালটি দীর্ঘদিনের পুরনো হলেও এখানে পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষও পরিষেবা নিয়ে থাকেন। সে কারণেই হাসপাতালের পরিকাঠামো যথাযথ রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে তিনি পরিদর্শনে এসেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুলিশ যাতে কোনো ঘটনার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় আধুনিক ও উন্নতমানের যানবাহন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি বিধানসভার অধিবেশন থেকে ৪ এপিপি বিধায়ককে সাসপেন্ড

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দর গুপ্ত শুক্রবার চারজন আম আদমি পার্টির (এএপি) বিধায়ককে সাসপেন্ড করার ঘোষণা দিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে যে তারা চলমান শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিধানসভার কার্য্যক্রমে বারবার বাধা সৃষ্টি করছিলেন।

বিধানসভার সচিবালয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "হাউসের কার্য্যক্রমে লাগাতার বিঘ্ন সৃষ্টি এবং বিধানসভার মর্যাদা লঙ্ঘনের কারণে বিরোধী দলের সদস্য সোম দত্ত, জর্নাইল সিং, সঞ্জীব ঝা এবং কুলদীপ কুমারকে সেশনের বাকি অংশের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।"

স্পিকার গুপ্তের এই সিদ্ধান্ত হাউসের শৃঙ্খলা, কর্তৃত্ব এবং মর্যাদা বজায় রাখার জন্য গৃহীত হয়েছে এবং এটি দিল্লি বিধানসভার কাজকর্ম এবং ব্যবসায়ী আচরণ বিধির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ, বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য প্রথম অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং দিল্লি প্রোপ্রিয়েশন (নং ১) বিল ২০২৬ জমা দিয়েছেন।

পানি মন্ত্রী পার্বেশ সিং, পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে একটি বিবৃতি দেয়ার সময় দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী আপ সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্পের বাস্তবায়নে অবহেলার কারণে ১৬,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পানির নেটওয়ার্ক খারাপ অবস্থায় পড়ে আছে।

এই নেটওয়ার্কের মধ্যে ৫,২০০ কিলোমিটার পাইপলাইনের বয়স ৩০ বছরেরও বেশি। আর ২,০০০ কিলোমিটার পাইপলাইনের বয়স ২০-৩০ বছর। মোট সরবরাহিত পানির ৪৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এবং পানির দূষণের ঝুঁকি রয়েছে, তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন যে ২০১১ সালে চাঁদরওয়াল এবং বজিরাবাদ কমান্ড এলাকা প্রকল্পের টেন্ডার বাতিল হওয়া এবং তহবিল সংস্থাগুলির আপত্তির কারণে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কাজগুলোর বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন যে কলোনিগুলির মধ্যে সেভার নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে যমুনা নদী দূষিত হচ্ছে এবং ট্রাঙ্ক সেভারের পরিস্কারের দেরিতে বর্তমান সরকারের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বেশ সিং আরও বলেন যে রেখা গুপ্ত সরকারের ১১ মাসের শাসনকালে ১ কোটি টাকা বা তার বেশি মূল্যের ৯৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সময়ে মোট ৭,২১২ কোটি টাকার মূল্যের প্রকল্পও অনুমোদন করা হয়েছে।

তিনি জানান, রেখা গুপ্ত সরকার এখন ২,৪০৬ কোটি টাকা খরচের চাঁদরওয়াল কমান্ড এলাকা প্রকল্প পুনরায় শুরু করেছে, যার মধ্যে একটি ১,০৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন পানি সরবরাহ পাইপলাইন স্থাপন এবং ২১টি আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভয়ারের (ইউজিআর) নির্মাণ করা হবে।

এ প্রকল্পের বিলম্বের কারণে ৩৯৯ কোটি টাকা খরচ বেড়েছে। "এই প্রকল্পটি প্যাটেল নগর, চাঁদনি চৌক, মাতিয়া মহল, বাল্লিমারান, সাদর বাজার, মডেল টাউন, করোল বাগ, রাজেন্দ্র নগর এবং আর.কে. পুরাম সহ নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের উপকারে আসবে," তিনি বলেন।

হুকলাইনে বিদ্যুৎ মানেই মৃত্যুকে ডেকে আনা, বিদ্যুৎ চুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত নিগম, বিপাকে সৎ গ্রাহক

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: রাজ্যে যখন সবুজ শক্তি, নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও আধুনিক গ্রিড গড়ে তোলার পথে এগোচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড, ঠিক সেই সময়েই হুক লাইনের মতো বিপজ্জনক ও বেআইনি অভ্যাস বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ঠেলে দিচ্ছে চরম ঝুঁকির দিকে। সামান্য কিছু টাকা বাঁচানোর লোভে হুক লাইন কিংবা মিটারে ট্যাপিং করে বিদ্যুৎ ব্যবহার শুধু আইনভঙ্গ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিদ্যুৎ নিগমের অভিজ্ঞতা ও পরিসংখ্যান বলছে, হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার মানেই নিজের জীবনকে প্রতিনিয়ত বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। খোলা তারে সংযোগ, অপরিকল্পিতভাবে তার টানা, বৃষ্টিভেজা পরিবেশে বিদ্যুৎ ব্যবহারএই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয় এক মারণ ফাঁদ। অতীতে বহুবার হুক লাইন করতে গিয়ে কিংবা অবৈধ সংযোগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাই বিদ্যুৎ চুরি এখানে আর কেবল আর্থিক অপরাধ নয়, তা অনেক সময় জীবননাশের সরাসরি কারণ।

এই প্রাণঘাতী প্রবণতার আরেকটি বড় দিক হল আর্থিক ক্ষতি। বিদ্যুৎ চুরির কারণে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডকে প্রতি বছর বিপুল রাজস্ব ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। সিস্টেম লস বাড়ছে, গ্রিডের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিকাঠামো। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে সেই সাধারণ গ্রাহকদের উপর, যারা নিয়ম মেনে বিল পরিশোধ করেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ চোরদের কারণে সৎ বিদ্যুৎ ভোক্তারাই শেষ পর্যন্ত বাড়তি চাপ বইছেন।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যুৎ নিগম একদিকে যেমন সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কঠোর অভিযানও চালাচ্ছে। নিগমের ভিজিলেন্স বিভাগ রাজ্যজুড়ে লাগাতার বিদ্যুৎ চুরি বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভিজিলেন্স টিম মোট ৬ হাজার ৫৪৭টি হুক লাইন ছিন্ন করেছে। একই সময়ে ১১ হাজার ৪০১টি মিটার পরীক্ষা করে ১ হাজার ৩৫৭টি মিটারে অনিয়ম ধরা পড়েছে।

এই অভিযানে হুক লাইনে বিদ্যুৎ চুরি ও মিটার ট্যাপিংয়ের অপরাধে মোট জরিমানা করা হয়েছে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৫০ টাকা। এর মধ্যে আদায় হয়েছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৯৭ টাকা। পাশাপাশি অভিযানের সময় বকেয়া বিল হিসেবে আদায় হয়েছে আরও ১৬ লক্ষ ৯ হাজার ১২৭ টাকা। নিগমের মতে, এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে বিদ্যুৎ চুরির পরিমাণ কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

চলতি বছরের শুরু থেকেই অভিযান আরও তীব্র হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ১৪৪টি হুক লাইন শনাক্ত ও ছিন্ন করা হয়েছে। এই সময়ে ২৩৩টি মিটার পরীক্ষা করে ১২টি মিটারে বিদ্যুৎ চুরির প্রমাণ মিলেছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই জরিমানা করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬০০ টাকা, যার মধ্যে আদায় হয়েছে ৭ লক্ষ ২০ হাজার ৫৬২ টাকা।

শুধু তাই নয়, গতকাল বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৬, আগরতলা শহরের দক্ষিণ রামনগর ও জয়পুর এলাকায় ভিজিলেন্স টিম হুক লাইন বিরোধী বিশেষ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে ১৪টি হুক লাইন ছিন্ন করা হয়। বিদ্যুৎ চুরির সঙ্গে যুক্ত ৮টি ফ্রিজ, ৪টি টিভি, ২টি মোটর, ৩টি ফ্যান, ১টি রাইস কুকার ও ২টি মিক্সার গ্রাইন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি জরিমানা আদায় হয়েছে ৮৫ হাজার টাকা।

বিদ্যুৎ নিগমের বার্তা স্পষ্টহুক লাইনে বিদ্যুৎ ব্যবহার মানে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা। আজ একটু বিল বাঁচানোর চেষ্টা কাল পরিবারকে ঠেলে দিতে পারে চরম বিপর্যয়ের দিকে। আইনভঙ্গের পাশাপাশি এর সামাজিক ও মানবিক মূল্যও ভয়াবহ।

চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করলেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: মন্ত্রী টিংকু রায়ের মানবিক রুপ আবারও প্রকাশ্যে এলো। এবার চা বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী টিংকু রায়। বিগত প্রায় এক মাস ধরে কৈলাসহর মহকুমায় প্রচন্ড ঠান্ডা প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রচন্ড ঠান্ডার কবল থেকে রক্ষা পেতে অসহায় চা বাগান শ্রমিকদের নিজ হাতে কম্বল বিতরণ করেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

শুক্রবার সকাল নয়টা থেকে কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় গিয়ে কম্বল বিতরণ করেন। মন্ত্রী টিংকু রায়ের নিজের চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মূর্তিছড়া, মনুভ্যালী, রাংরুং, কালীশাসন, হালাইছড়া, সরোজিনী, গোলকপুর, দেবস্থল, সোনামুখি ইত্যাদি চা বাগানগুলোতে ৯ জানুয়ারি শুক্রবার দিনভর কম্বল বিতরণ করেন মন্ত্রী নিজেই।

কম্বল বিতরণে মন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি পিন্টু ঘোষ, বিজেপি নেতা সন্দীপ কুর্মী, ত্রিলোকেশ্বর সিনহা, দীপক মুন্ডা, শঙ্কর কৈরী, উজ্জ্বল কুর্মী সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্বরা। মূলত মন্ত্রী টিংকু রায়ের নিজ উদ্যোগে এবং মন্ত্রী নিজের হাতে বাজার থেকে উন্নত মানের কম্বল ক্রয় করে বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় গিয়ে কম্বলগুলো বিতরণ করেন। চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা দশটি চা বাগানে প্রায় পাঁচ হাজার কম্বল বিতরণ করেন।

শুক্রবার সকাল নয়টা থেকে কম্বল বিতরণ শুরু করে দুপুর দেড়টায় কম্বল বিতরণ শেষ হয়। কম্বল বিতরণ চলাকালীন মন্ত্রী টিংকু রায় সংবাদ প্রতিনিধিদের এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, প্রচন্ড ঠান্ডার কবল থেকে রক্ষা পেতে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সকল অংশের মানুষের সাথে চা বাগান শ্রমিকরাও যেন ভালো থাকে সেজন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানান।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও টেকসই পরিকাঠামো জোরদারে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভিবি-জি রাম জি, বিরোধীরা অযথা অপপ্রচার চালাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: ভারতীয় বিকাশ গ্রামীণ রোজগার মিশন গ্যারান্টি (ভিবি-জি রাম জি) আইন গ্রামীণ কর্মসংস্থান শক্তিশালী করা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই নতুন আইন আগের কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পগুলির সীমাবদ্ধতা দূর করে জবাবদিহিতা আরও কঠোর করবে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। ভিবি-জি রাম জি বিল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির কর্মসুচি হাতে নিয়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্নভাবে এর প্রচার করা হচ্ছে। এদিন রাজ্যের তরফেও এই বিল সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরিতে সংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সংসদে বিলটি ইতিমধ্যেই পাস হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিও পেয়েছে। তা সত্ত্বেও বিরোধীরা অযথা বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই আইনের বিধান ও সুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ২০২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করেন। পরে সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদনের পর ২১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনটি কার্য্যকর হয়। দেশে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা উদ্যোগের ইতিহাস তুলে ধরে ডা. সাহা বলেন, বিভিন্ন সময়ে ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসূচি, ১৯৯৩ সালের জওহর রোজগার যোজনাসহ নানা প্রকল্প চালু হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন প্রণীত হয়, যদিও তাতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছেন গ্রামীণ কর্মসংস্থানসহ সব ক্ষেত্রেই সংস্কার প্রয়োজন।

সেই জন্যেই নতুন এই সংস্কার করা হয়েছে। নতুন এই আইনের উপকারিতাও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নতুন আইনে কাজের দিন বাড়িয়ে ১২৫ করা হয়েছে, গ্রামীণ উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থায়ী ও টেকসই সম্পদ সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাজ না পেলে বেকার ভাতা এবং মজুরি দিতে বিলম্ব হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে।

আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। কাজের চারটি প্রধান ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছেজল সংরক্ষণ (চেক ড্যাম, পুকুর সংস্কার), গ্রামীণ পরিকাঠামো (রাস্তা, পঞ্চায়েত ভবন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), দুগ্ধ ও সহায়ক পরিকাঠামোর মাধ্যমে জীবিকা সৃষ্টি এবং বন ও সমবায় খাতের উন্নয়নমূলক কাজ।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কর্মসূচির জন্য কেন্দ্র সরকার ৯৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে, যা টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

তিনি আগের কাজের সঙ্গে এর তুলনা করে বলেন, আগে কাজ হতো কিন্তু কোথায় কাজ হতো কি কাজ হতো তার কোন তথ্য প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সরকারের নতুন আইনের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সবকিছুর উল্লেখ থাকবে। সময়ের মধ্যে যদি কাজ করানো না যায় তাহলে বেকার ভাতা নিশ্চিত করতে হবে শ্রমিকদের জন্য। মজুরি প্রদানে বিলম্ব হলে বিলম্বের প্রত্যেক দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

মধ্যভূবন বন এলাকায় গভীর রাতে বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আগরতলার মধ্যভূবন বন এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত রায়ের বাড়িতে গভীর রাতে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তার বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। বাড়ির ঘর, আসবাবপত্র ভেঙে তছনছ করা হয়। পাশাপাশি জয়ন্ত রায়ের বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার স্ত্রীর স্কুটিও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের দ্রুত উপস্থিতিতে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে জয়ন্ত রায় ও তার পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির সামনে এলাকার কয়েকজন যুবক নিয়মিত মদ্যপান করত। বিষয়টি নিয়ে পরিবার পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেই রাগ থেকেই পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের।

যদিও হামলার প্রকৃত কারণ ও জড়িতদের পরিচয় এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল পুলিশ। শুক্রবার সকালে বিশালগড় থানা-র উদ্যোগে নেহালচন্দ্র নগর এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশালগড় থানার পুরুষ ও মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে ১৪ ব্যাটালিয়ন টিএসআর-এর জওয়ানরা যৌথভাবে অভিযান ও তল্লাশি চালান।

অভিযান চলাকালীন মোট ২৫টি প্লটে অবৈধ গাঁজা চাষের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে প্রায় ২ লক্ষ পরিণত গাঁজা গাছ চিহ্নিত করে ঘটনাস্থলেই কেটে ধ্বংস করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10-01-2026, 01:38